ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-275 ■ 15 July, 2025 ■ আগরতলা ১৫ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৩০ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্মার্ট মিটারের বিরোধী ঝড়ে বেসামাল রাজ্য

স্মার্ট মিটার নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বিরোধীরা ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। স্মার্ট মিটার বসানো নিয়ে রাজ্যের মানুষকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিভ্রান্ত করছে বিরোধী দল। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যুৎ মাশুল ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার আজ সিপিএমের নেতৃত্বরা বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ দফতরের সামনে ধর্ণা দিতে যান।

শ্রীনাথের কথায়, সিপিআইএম শাসনকালের শেষ সাত বছরে ১১৬.০৩ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তাঁদের শাসনকালে ২০১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তেমনি, ২০১২ সালে ০৭.৭৫ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৪০.৪৫ শতাংশ, ২০১৫ সালে ০৫.৮৩ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকারের শাসনকালের সাত বছরে ২০২০ সালে ২.৩৪ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল উল্টো কমানো হয়েছে। তেমনি, ২০২২ সালে ০২.৩৪ শতাংশ, ২০২৪ সালে ০৭ শতাংশ, ২০২৫ সালে ৭.১৫ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। হাস্যকর ব্যাপার আজ সিপিএমের নেতৃত্বরা বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ দফতরের সামনে ধর্ণা দিতে যান। এদিন তিনি বলেন, টাকার তুলনায় ডলারের দাম উঠা না করার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম উঠানামা করে। কিন্তু মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডলারের দাম বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যুৎ মাসুল একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিক করে দিয়েছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত গোটা দেশে ডলারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্রয় বিক্রয় করা হত। সেই ক্ষেত্রে ডলারের দাম বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক গ্যাসের দামও বৃদ্ধি পাবে। তাই ২০১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এবিষয় নিয়ে জনসম্মুখে সত্যি কথা বলেননি। সবকিছু জানার সত্বেও সিপিআইএম জনগনকে বিভ্রান্ত করছে।

তাঁর দাবি, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ করেছে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। আগে ছিল সরকারের অধীন এরপর তা নিগমের অধীনে হয়। তাঁর কথায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাসের দাম বাড়লে দুধের ইউনিটের দাম সামঞ্জস্য রেখেই বাড়বে। ২০১১ সালের বাম আমলে কমিশনের করে দেওয়া আইনে বিদ্যুৎমাসুল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়ম মেনেই হবে। সেই নিয়ম মেনেই চলছে বর্তমান বিজেপি সরকার। কমিশনের তরফে যেভাবে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের আসল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা গ্রাহকদের কাছ থেকে এক মাসেই না নিয়ে দুই মাসে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, যাঁরা ৪১২ ইউনিট মাসে ব্যবহার করেন তাদের বিল আসে মাসে ৩০০৫ টাকা। তাদের ক্ষেত্রে ১৫০ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিক্ষোভ জারি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। স্মার্ট মিটার বাতিল এবং অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আজ উদয়পুর সিপিআইএম মহকুমা কমিটির তরফ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছে। এদিনের মিছিলটি উদয়পুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরবর্তী সময়ে পথ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উদয়পুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক দিলীপ দত্ত বলেন, সারাদেশে স্মার্ট মিটার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবাদে সরব কংগ্রেসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / বিশালগড় / বক্সনগর / ধর্মনগর, ১৪ জুলাই।। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ও স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে সরব হয়েছে সদর জেলা কংগ্রেস। আজ সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বনমালীপুর বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সামিল হয়েছেন নেতৃত্বরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, স্মার্ট মিটারের নামে গরিব অংশের মানুষকে চরম ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

তাছাড়া বিভিন্নভাবে গ্রাহকদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে চালু করে ত্রিপুরায় বিরোধিতা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার স্মার্ট মিটার চালু করেছে। অথচ, ত্রিপুরায় তাঁরাই স্মার্ট মিটারের বিরোধিতায় সরব হয়েছে।

এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। পরবর্তী সময়ে পুলিশ তাদেরকে তুলে নিয়ে যায় থানায়। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন জারি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। গতকাল গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই একটি মুদি দোকান। ওই ঘটনায় কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া বাজারে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায় নি। তাছড়া, এখনো পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, গতকাল কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া বাজারে একটি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী। কিছুক্ষণ আগে দোকান বন্ধ করে বাড়ীতে গিয়েছিলেন পাবিয়াছড়া বাজারের ব্যাবসাহী সত্যপাল। তারপরই নিখিল দেবনাথ নামে এক ব্যাক্তি দেখতে পান সেই দোকানের ভেতর আগুন জ্বলছে। তাঁর চিৎকার চেচামেচিতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে ওই দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আরও জানা গিয়েছে, ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাশে থাকা অন্য একটি দোকান। দমকল কর্মী এবং স্থানীয়দের তৎপরতায় আয়ত্তে আসে আগুন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানা যায়নি এখনো। আগুন লাগার কারন নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা।

২০৭ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানার পর এবার গাঁজা উদ্ধারে সাফল্য পেলো মুঙ্গিয়াকামী থানা। সোমবার মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪১ মাইল নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালীন সময় মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ এইচআর ৩৯ — ডি — ০৫২২ নম্বরের একটি কন্টেইনার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় গাড়ির চালক রাজকুমার রায়কেও আটক করে গাড়িটিতে চিরুনি তল্লাশি চালায় পুলিশ।

তল্লাশিতে ২৯টি প্যাকেটে মোট ২০৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ৪৪ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন। জানা গেছে, রাজ্য থেকে বহিঃরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজাগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মহকুমা পুলিশ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যান দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জুলাই।। শান্তিরবাজার পোষ্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুইজন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ শান্তিরবাজার পোষ্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টিআর০৮-এফ-৬৩৭০ নাম্বারের বাইক দ্রুতগতিতে এসে একজন পথচারীকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে করে বাইক চালক ও পথচারী জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়।

পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনেরা আহতদের শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে প্রেরন করে। ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ ৫ পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। মাদক বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। শনিবার এক অভিযানে প্রায় ৩২ কেজি গাঁজা সহ পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে চার জন মহিলা। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ রেল স্টেশন এলাকায় রুটিন যানবাহন তল্লাশির সময় একটি গাড়িকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে ৩২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় এবং চারজন মহিলা ও একজন পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা সকলেই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধরতি আভা অভিযান

৭৭৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত উপকৃত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার সবসময় জনজাতিদের কল্যাণে কাজ করছে। জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন না হলে উৎকর্ষ মানের ত্রিপুরা গড়ে তোলা যাবে না। এর পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থান ও চাকরির সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এই সরকার।

আজ জিরানিয়া মহকুমার বেলবাড়ি আরডি ব্লকের অধীন গোবিন্দ কমিউনিটি হলে আয়োজিত ধরতি আভা জন ভাগিদারী অভিযানের জেলা ভিত্তিক মেগা প্রচার কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে আমরা সরকার গঠন করেছি। তাই জনকল্যাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমাদের সরকার। মন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল জনপ্রতিনিধিগণ নিরন্তর জনগণের জন্য কাজ করে চলেছেন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে বিরোধীদের আনীত ভিত্তিহীন বক্তব্য ও অভিযোগেরও তীব্র সমালোচনা

করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন না হলে দেশ উন্নত হবে না। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশের প্রায় ৭০০ জনজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন তিনি। আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতিও জনজাতি সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্য থেকে রাজপরিবারের এক সদস্যকে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল করা হয়েছে। আর এসব সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর জন্য। দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন, দেশকে আরও শক্তিশালী করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছেন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ব্যতিক্রমী ঘটনা

স্ত্রীর মদের চাহিদা মেটাতে না পারায় অত্যাচারিত স্বামী গলা টিপে হত্যা করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। মদ কিনে দিতে না পারায় স্বামীর উপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালাতো স্ত্রী। তাই গলা টিপে স্ত্রীকে মেরে ফেললেন স্বামী। ঘটনারে পুনর্নির্মাণ করে পুলিশকে নিজেই জানিয়েছেন স্বামী।

এযেন এক উল্টো ঘটনা। এবারে স্ত্রীর দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছিলেন স্বামী। তাই গলা টিপে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী। মদের নেশার জন্যই স্ত্রীকে মেরে ফেলেছেন অভিযুক্ত স্বামী। মদের জন্য স্বামীর উপর স্ত্রীর দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়ে চলছিল। শেষ পর্যন্ত এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করার পর নিজেই থানায় গিয়ে আত্ম সমর্পন করলেন স্বামী। ঘটনা গত ১০ তারিখ লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালী বাজার অঙ্গনওয়ারী এলাকায়। সেদিন নিজ ঘর থেকে গোপা ভীল নামে এক গৃহবধুর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও মোহনপুর সব্যসাচী দেবনাথ,ওসি লেফুঙ্গা থানা সহদেব দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। অন্যদিকে মৃত গৃহবধুর স্বামী লেফুঙ্গা থানায় গিয়ে আত্ম সমর্পন করেন এবং স্বীকার করেন নিজেই তার স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছেন। সোমবার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। পুলিশকে দেখালেন কিভাবে নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। উক্ত ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস জানান তার স্ত্রী নেশা করত অর্থাৎ মদ পান করতো। মদ কিনে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তার উপর অত্যাচার করতো। প্রতিদিন মহিলার ২-৩ লিটার মদের প্রয়োজন হতো। এত মদ কিনে দিতে অসমর্থ ছিল স্বামী। ঘটনার দিন তার উপর অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই গলা টিপে তার স্ত্রীকে খুন করেন।

ঘটনার পুনর্নির্মানে উপস্থিত ছিলেন লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস,সেকেন্ড অফিসার সুদীপ জমাতিয়া, মামলার আই.ও অজিত জমাতিয়া সহ বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন এম এস রামচন্দ্র রাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ত্রিপুরার বর্তমান প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংকে তেলেঙ্গানায় স্থানান্তরিত করা হল। অপরদিকে উনার স্থলাভীষিক্ত হলেন ঝাড়খন্ডের প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাওকে ত্রিপুরায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে, ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে, রাষ্ট্রপতি বেশ কয়েকজন বিচারপতিদের বিভিন্ন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং কিছু বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে স্থানান্তর করেছেন। সেই নির্দেশিকাতেই ত্রিপুরা রাজ্যেরও বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এছাড়াও রাজস্থানের প্রধান বিচারপতি মনীন্দ্র মোহন শ্রীবাস্তবকে মাদ্রাজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে মাদ্রাজ থেকে প্রধান বিচারপতি কে আর শ্রী রামকে রাজস্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে সঞ্জীব সচদেবা(কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি, মধ্যপ্রদেশ)- কে মধ্যপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিবেক বখরু, বিচারপতি (দিল্লি), উনাকে কর্ণাটকের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

আশুতোষ কুমার, (কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি,পাটনা) উনাকে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিপুল মনুভাই পাঁচোলি, বিচারপতি (পাটনা), উনাকে পাটনার প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তরলোক সিং চৌহান, বিচারপতি (হিমাচল প্রদেশ) - উনাকে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

আশিস দাস হত্যাকান্ডে ধৃতদের ৪ দিনের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৪ জুলাই।। আশিস দাস হত্যাকান্ডে মনোজ গুনকে শনিবার আগরতলা প্রতাপগড় গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে আদালত চারদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

আশিস দাস হত্যাকান্ডে ধৃত অভিযুক্ত আরকেআই ইটভাট্টার ম্যানেজার প্রশান্ত দাসের বয়ান অনুযায়ী মনোজ গুনকে শনিবার আগরতলা প্রতাপগড় গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করার পর সোমবার পুনরায় কমলপুর আদালতে মনোজ গুন সহ প্রশান্ত দাস ও প্রানেশ বনিককে হাজির করে। আদালত তাদের চারদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ধৃত অভিযুক্ত তিনজনকে আগামী বৃহস্পতিবার পুনরায় আদালতে হাজির করা হবে। পুলিশ রিমান্ডে অভিযুক্তদের কাছে থেকে পুলিশ আশিস দাস হত্যাকান্ডের আরও তথ্য জানবে।

নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে অর্ধেক রাস্তা, এখনো সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ২০২৪ সালে গোমতী নদীতে তলিয়ে যাওয়া সড়কটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহন করেনি দপ্তর। ফলে এবার একেবারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মুখে সোনামুড়া বড়নারায়ণ এলাকার।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের বন্যায় গোমতী নদীতে তলিয়ে গেছে রাস্তাটির অর্ধেক অংশ। কিন্তু ২০২৫ সালেও এর সংস্কারে হাত দেয়নি দপ্তর। এবার সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে চলছে গোটা বড়নারায়ণ এলাকার। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে ডাক দিয়েছেন স্থানীয়রা।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে সোনামুড়া গোমতী নদী লাগোয়া বড়নারায়ণ এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়। জনগণ নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে তুলতে পারলেও, সরকার নদীভাঙ্গা রোধ করতে পারেনি। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ জায়গাটি পরিদর্শন করে গেলেও দীর্ঘ এক বছর পরেও কোন কাজ হয়নি। যার ফলে এবার নতুন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সাংসদদের জন্য লোকসভায় ডিজিটাল উপস্থিতি প্রদান

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই।। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সংসদ সদস্যদের জন্য নতুন ডিজিটাল উপস্থিতি পদ্ধতি চালু করেছেন। এই নতুন উদ্যোগটি আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশন থেকে কার্যকর হবে, যা ২১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে।

এই নতুন ব্যবস্থার পাশাপাশি, লোকসভা সচিবালয় এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক টুল ব্যবহার করে দৈনন্দিন সংসদীয় কার্যক্রম ও এজেন্ডার কাগজপত্র ১২টি ভাষায় প্রকাশ করছে। এগুলি হল, অসমিয়া, বাংলা, ইংরেজি, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, মালায়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু।

বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গের উপর নিম্নচাপ, ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে আগামী তিন দিন ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাতে সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অবস্থান করছে। এটি উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশার সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপটির অগ্রগতি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপ থেকে অবদমনে পরিণত হতে পারে এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। এর প্রভাবের আগামী তিন দিন ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে কিছু কিছু এলাকায় মাঝারি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৫ জুলাই, ২০২৫ ইং
৩০ আষাঢ়,মঙ্গলবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শক্তিশালী প্রতিরক্ষাই দেশ রক্ষার একমাত্র অবলম্বন

আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরো জোরালো করিতে হইবে।। অন্যথায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কঠিনহইয়া উঠিবে।। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে চীনের স্থান দ্বিতীয়। তারই মধ্যে সম্প্রতি দুটি নতুন যুদ্ধবিমান প্রকাশ্যে আনিলো এই দেশ। আর দুটোই সিক্সথ জেনারেশন ফাইটার জেট, এমনটাই দাবি করিয়াছে পিপলস লিবারেশন আর্মি। চীনের এই জোড়া যুদ্ধবিমান সামনে আসাতে হতবাক হইযয়া গিয়াছে বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর দেশ আমেরিকাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কি বলিতেছে এই ব্যাপারে? মনে করা হইতেছে যে চীন আগামী ৫ বছরে চারশোরও বেশি সিক্সথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান তৈরি করিয়া ফেলিবে। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় তাহা হইলে চীনের সঙ্গে আদৌ কোন দেশ পাল্লা দিতে পারিবে কিনা তাহা সন্দেহ।চীনকে ইতিমধ্যেই ৪০টি অত্যাধুনিক ফাইটার জেট কিনিতে প্রস্তাব পাঠাইয়াছে ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান। চীন পাকিস্তান চুক্তি যেকোনো সময় সম্পন্ন হইতে পারে। এটি বাস্তবে সম্পন্ন হইলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাহা মোটেই সুবিধাজনক হইবে না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ফাইটার জেট প্রোডাকশন চালাইযয়া যাইতেছে শি জিনপিংয়ের দেশ। এই রেসে আমেরিকা পর্য্যন্ত চীনকে হারাইতে পারিবে না। পেন্টাগন যদিও বা চীনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তবু ভারত কি আদৌ পারিবে? এটাই হইলো সবথেকে বড় প্রশ্ন। চীনের তুলনায় ভারতের হাতে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান অনেকটাই কম রহিয়াছে। এই মুহূর্তে চিন সিক্সথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান নামাইয়া তাক লাগাইযয়া দিয়াছে সকলকে। কিন্তু উল্টো দিকে ভারত এখনও নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফিফথ জেনারেশন যুদ্ধবিমানও সামিল করিতে পারেনি। রাফাল কিন্তু ফোর পয়েন্ট ফাইভ জেনারেশন যুদ্ধবিমান। ভারতীয় বায়ুসেনায় ৪২ স্কোয়াডেন যুদ্ধবিমান প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে আছে ৩১ স্কোয়াডেন যুদ্ধবিমান।ভারতে আগামী দু-তিন বছরে অবসর নিতে চলিয়াছে তিন ডজন মিগ। ফলে ভারতে দেখা দেবে যুদ্ধবিমানের অভাব। তেজস যুদ্ধবিমান যদিও এই ঘাটতি কিছুটা সামাল দেবে তবুও চিন্তা থেকেই যায়। ২০২১ সালে ৮৩টি তেজস মাক ওয়ান এ বিমানের বরাত দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আগে ৯৭টি যুদ্ধবিমানের বরাত দেওয়া হইয়াছিল। ২০২৩ সালে সেই যুদ্ধবিমানগুলি প্রতিযুক্ত হওয়ার কথা থাকিলেও তাহা এখনো পর্য্যন্ত হাতে পায়নি। এই যুদ্ধবিমান গুলিতে ইঞ্জিন ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল মার্কিন সংস্থা জিই-এর। তাহাদের ঢিলেমির কারণেই এই দেরি। তাই কবে তেজসের ডেলিভারি

হইবে, এই বিষয়ে কারো কোনরকম নাই। সুখোই যুদ্ধবিমানের আধুনিকীকরণে দীপাবলির আগেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। সবেমাত্র শুরু হইয়াছে সেই কাজ। ব্রহ্মস বহন করিতে সক্ষম আপগ্রেডেড সুখোই ২০২৭ বা ২০২৮ সাল নাগাদ হয়তো হাতে আসতে পারে। বিদেশি কোম্পানি এখানেই বিমান তৈরি করিবে এবং তাহাতে ভারতীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক — কেন্দ্রীয় সরকারের এটাই নীতি।

এই প্রতিরক্ষা নীতি এতদিন কোন সমস্যা সৃষ্টি না করিলেও বর্তমানে চীন এবং পাকিস্তানের ভাবমূর্তি সমস্যায় ফেলিয়াছে ভারতকে। মেড-ইন-ইন্ডিয়া নীতি চলিলেও তাহার পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধবিমান অবশ্যই কিনিতে হইবে। বায়ুসেনা কর্তারাই কেন্দ্রকে সেই সুপারিশ করিয়াছেন। যুদ্ধবিমান না বাড়াইলে ভারতীয় সেনা শক্তি কখনোই বৃদ্ধি পাইবে না। অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা কর্তারা বলিয়াছেন যে, ভারতের সামনে সেরা বিকল্প হইলো , আমেরিকার তৈরি এফ-১৬। - রাশিয়ার তৈরি সুখোই-৫৭। ভারত যদি এই মুহূর্তে আমেরিকার থেকে যুদ্ধবিমান কেনে তাহা হইলেও প্রযুক্তি পাওয়াটা খুব কঠিন। রাশিয়া সেই জায়গায় প্রযুক্তি হস্তান্তর করিয়াই সুখোই-৫৭'র চুক্তি করিতে তৈরি।রাজনাথ সিংয়ের মন্ত্রক জানাইতেছে, এই মুহূর্তে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বেশি মজবুত করিতে নতুন যুদ্ধবিমানের প্রয়োজন ও তাঁহার বাছাই নিয়া একটি কমিটি গঠিত হইতেছে। যার রিপোর্ট হয়তো বেরিয়ে যাইবে ৬ মাসের মধ্যেই। কমিটির সুপারিশ দেখিবার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে নতুন যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে। কিন্তু এই বিভিন্ন কমিটির চক্করে ভারতের নিজস্ব ফিফথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান তৈরির প্রকল্প ক্রমশই পিছাইয়া যাইতেছে।

আর্যাবর্তের এঁটো

"আর্যাবর্ত" নামের সুরক্ষিত, নিরাপত্তাবেষ্টিত, প্রযুক্তিপূর্ণ এক নগর-রাষ্ট্রের দৃশ্য। তার বাইরের মানুষরা পরিষ্কার পানীয় জলের অধিকার-বঞ্চিত। মাঝে-মাঝে অবশ্য আর্যাবর্ত তাদের উপর হামলা চালায়, কিন্তু কোনও কিছুর অধিকার দেয় না। জল যেটুকু পাচ্ছে তা অপরিষ্কার, কখনও এমনই কালো-কর্দমাক্ত যা খাওয়া যায় না, তা দিয়ে স্নান করা যায় না। শুধু যে জলের জন্য হাহাকার করতে হচ্ছে তা-ই নয়, মুক্ত বাতাসও অকুলান। অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন অগণিত মানুষের সেই আর্যাবর্ত-বহির্ভূত বস্তিসদৃশ গলিময় বাসভূমির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আর্যাবর্ত নামের নগর-পরিসরটি তার বিলাসবহুল বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করার জন্য বাকি মানুষদের "আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে"। এই চিবিয়ে ফেলা শোষণের যন্ত্রণা কেবল আর্যাবর্তের বাইরের মানুষদের সইতে হয় তা-ই নয়, আর্যাবর্তের ভিতরের মানুষদেরও, যারা আর্যাবর্তের নীতির বিরোধী তাদের, সইতে হয়। সেই সব হিন্দু-মেয়ে যারা বিয়ে করেছিল ভালবেসে ভিন্ন ধর্মে তাদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে "শুদ্ধিব্রত"। মিশ্ররক্তের সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর্যাবর্ত, তার পরে জননীকে পাঠিয়েছে নজরদারি প্রখর ক্যাম্পে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে ঘোষিত হচ্ছে আর্যাবর্তের জয়গান পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করবার উপায় নারী-পুরুষ কারও নেই। আর্যাবর্তের পুরুষ-রক্ষকদের উচ্ছিষ্ট পাতের উপর দিয়ে দণ্ডি কাটার মতো ভঙ্গিতে গড়াগড়ি দিতে হয় শুদ্ধিব্রতী রমণীদের। তাদের সর্বাঙ্গে পুরুষের এঁটো আর্যাবর্তের কথা না শুনলে এঁটো হয়ে যেতে হয়।

কোথায় ঘটছে এই সব? আপাতত ঘটছে একটি ওয়েব সিরিজে সাম্প্রতিক নয়, কিছুকাল আগের। কোথায় ঘটবে? ঘটবে সেখানেই যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম পুঁজিবাদের সঙ্গে হাত মেলাবে, ফ্যাসিবাদের অঙ্গীকার নেবে সেখানেই এই সমস্ত ঘটনার আত্মপ্রকাশ সম্ভব। সে ধর্মের নাম হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান যা খুশি হতে পারে। এমনকি বামপন্থার কৌশলী, আমানবিক, যান্ত্রিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রয়োগ থেকেও জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদের বীজ।

দীপা মেহতা পরিচালিত এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী ওয়েব সিরিজটি প্রয়াগ কাশ্যপের ডিসটোপিয়া লয়লা অবলম্বনে নির্মিত। দেখতে বসে কিন্তু মনে হয় না এ-সব আবার হয় নাকি? ২০৪০ আসতে তো আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। জলের মারাত্মক আকালের কথা তো এখনই খবরে উঠে আসে। এক দিকে মুম্বইয়ের বিলাসবহুল বহুতল বাড়িতে সুইমিং পুলের নিতান্ত ব্যক্তিগত জলকেলি, অন্য দিকে জলের অভাবে এখনই তো বস্তিবাসী বহুসংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রা বিশুষ্ক। সন্তানের জন্মের পর তার রক্ত "বিশুদ্ধ" কি না তার জন্য এখনই এ দেশে রাষ্ট্রশক্তি কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা করছে না বটে কিন্তু "লাভ জেহাদ" চেনা শব্দবন্ধ হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে জানি, মুসলমান বন্ধু হিন্দু বান্ধবীকে বিবাহ করলে বাড়িভাড়া পেতে অসুবিধে হয়েছে নিকট অতীতে, এখনও হয়। লয়লা-তে দীপা রাষ্ট্র-পোষিত একটি বিদ্যালয়ের ছবি তুলে ধরেছেন। সেই বিদ্যালয়ে প্রতি মুহূর্তে আর্যাবর্তের জয়গান ঘোষিত হয়। তারস্বরে প্রতি দিন বিশেষ ভঙ্গিতে আর্যাবর্তের জয় ঘোষণা করতে করতে ছোট্ট মিষ্টি ছেলেমেয়ের দল যন্ত্রবত কঠোর হয়ে ওঠে। তাদের শরীর-মগজ বিশেষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায় আর্যাবর্ত তাদের মা এই বিশ্বাসে ছিলাটান তাদের মন-মগজ, আর সব ঝুট হ্যায়। আর্যাবর্তে তাদের চোখের সামনে সর্বত্র সর্ব-শক্তিমান ফ্যাসিস্ট নেতার সুবিশাল মূর্তি।

দীপা মেহতার এই ভয়ঙ্কর "ডিসটোপিয়া" দেখতে দেখতে অনেক বাঙালি পাঠকের দু'টি রবীন্দ্র-নাটকের কথা মনে পড়ে যাবে কি মুক্তধারা আর রক্তকরবী। মুক্তধারা প্রকাশের শতবর্ষ অতিক্রান্ত। রক্তকরবীর পত্রিকা প্রকাশের শতবর্ষ আসন্ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন এই নাটক দু'টি লিখছিলেন তখন তারই সমসময়ে বাংলা সাহিত্যের এক দল যুবক-যুবতী কল্লোল পত্রিকাকে ঘিরে নতুন বাস্তব সাহিত্য রচনায় ব্রতী। তাঁরা বস্তির খবরে, দরিদ্র মানুষের বিবরণে, যৌনবাসনার প্রকাশ্যতায় বাস্তবকে বুঝতে চাইছিলেন। তাঁদের কাছে এগুলি বাস্তবের সর্বগ্রাসী চিহ্ন আর রবীন্দ্রনাথের কাছে এগুলি বাস্তবের উপসর্গ যার অন্তরালে রয়েছে গভীর ব্যাধি। সেই ব্যাধির স্বরূপ খুঁজতে চাইছিলেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বযুদ্ধ যে আর এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পৃথিবীকে, আর সেই পৃথিবী যে কেবল পাশ্চাত্যে সত্য ও বাস্তব নয় যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ভূখণ্ডে বাস্তব, তা বুঝতে পারছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাটক দু'টিকে রূপক-প্রতীক ইত্যাদি বলে আমরা দীর্ঘদিন দূরে রেখেছিলাম। শম্ভু মিত্র নির্বাসিত রক্তকরবী-র শাপমুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তবে তাঁর পক্ষেও রবীন্দ্রনাথের নাটকটির সমস্ত সম্ভাবনা মঞ্চে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নিয়ো-লিবারাল অর্থনীতির দাপট, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তির নির্লজ্জ নৃত্য ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে তার আলিঙ্গন এখন আমাদের সহজেই বুঝিয়ে দেয় এগুলি কেন "আধুনিক" ডিসটোপিয়া।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেশজ পুরাণ আর মহাকাব্যের উপাদান দিয়ে নিজের শিল্পনির্মাণ করেছিলেন। এ কালের আর্যাবর্তবাদী হিন্দুত্বপন্থীরা ভারতীয় পুরাণ আর মহাকাব্যকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নির্মাণের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে চান আর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণ-মহাকাব্যের উপাদানকে কাজে লাগান পুঁজির প্রতাপের বিরোধিতা করার জন্য। এ এক আশ্চর্য কৃষ্ণকৌতুক!

দীপার আর্যাবর্তের নির্মাণে যেমন রাষ্ট্র-পোষিত বিদ্যালয়ের ভূমিকা খুব প্রবল, তেমনই রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা-তেও আছে একটি বিদ্যালয়ের কথা। সেই বিদ্যালয়ে মাস্টারমশাই যা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে, তা খুবই ভয়ঙ্কর। "...দিজ ভেরি বয়েজ উইল ওয়ান ডে বি আ টেরর টু অল দোজ হু হ্যাভ দ্য মিসফরচুন টু বি বর্ন আউটসাইড আওয়ার বাউন্ডারিজ।" আর্যাবর্তের বাইরের মানুষদের জীবনকে নরক করে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে আর্যাবর্তের ভবিষ্যত নাগরিকেরা। মুক্তধারার মতোই প্রয়াগের আখ্যান আর দীপার নির্মাণ জল নিয়ে কথা বলে জল এই প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এক দলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যন্ত্র বানানো হয়েছিল রবীন্দ্র-নাটকে। প্রাকৃতিক জলসম্পদকে মানুষের যন্ত্র, পুঁজির বাণিজ্য কৌশল ব্যক্তিগত রাষ্ট্রসম্পদ করে তোলে।

না, প্রয়াগ-দীপার আখ্যানের সঙ্গে পদে-পদে রবীন্দ্র-রচনাকে মেলানোর দরকার নেই। স্বাধীন ভাবে রবীন্দ্র-রচনা পড়লে বোঝা যায় এই মানুষটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের ক্ষমতাতন্ত্রকে খুব ভিতর থেকেই চিনতে পেরেছিলেন সংবেদী মনের তাগিদে। এল্‌মহার্সরে সঙ্গে রেড অলিয়েন্ডারস (রবীন্দ্রনাথকৃত রক্তকরবী-র ইংরেজি অনুবাদ) নিয়ে আলোচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ এল্‌মহার্সকে জানিয়েছিলেন লাগামছাড়া লোভ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। সেই লোভ কেমন? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "গ্রিড ফর থিংস, ফর পাওয়ার, ফর ফ্যাক্টস"। বস্তুলোভ, ক্ষমতালোভ তো বোঝা গেল, কিন্তু তথ্যের প্রতি লোভ! রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এরই উপর কিন্তু নির্ভর করছে আধুনিক কর্পোরেট পুঁজি-তাড়িত রাষ্ট্রের ক্ষমতাতন্ত্র। প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত যাপনকে তথ্যবিচারের আওতায় নিয়ে এসে তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র তার ক্ষমতাতন্ত্র কায়েম করতে চায়। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী আর সর্দারের সংলাপ মনে পড়ে। সর্দার। ওদের আমরা বলি "রাজার এঁটো"।

নন্দিনী। মানে কী?

সর্দার। মানে এক দিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা! ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!

বিশিষ্ট ও বড় মানুষদের চোখে বিদ্যাসাগর

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর নামের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি যখন বর্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে বড় হয় বুঝতে পারলাম এই একটি ছোটো বই 'বর্ণপরিচয়' আমাদের সহজে বড় করার এক বড় সোপান। আর একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর কোনো বড় বা ভারী বই লিখে বড় হননি, তিনি ছোট বই লিখে আমাদের বড় করার জন্য নিজে বড় হয়েছেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রী আচার আচরণে যখন মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তখন সেই পরিবেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও তিন কখনো তা মানেননি। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কার করতে আজবীন নিরসলভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কারে মধ্যে গড়তে চেয়েছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজ গড়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যদি না নারীরা সচেতন হয়। তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন প্রথমেই। কারণ তদানীন্তন সময়ে কুংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধনে সব থেকে অবহেলিত ছিল নারীরা। নারীদের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতি থেকে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধাবা বিবাহ প্রর্বতনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সারা সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একা এলেন এগিয়ে। তাঁর তেজোদীপ্ত যুক্তি এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতদের শাস্ত্রে বিধানের কথা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেও সমাজপতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে জয় করতে পারেননি। তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। সমাজের বালোর জন্য যা করা উচিত তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না। সমাজের ভালো করার জন্য বিদ্যাসাগর কখনো ভয় পাননি। এই অকুতোভয় মানুষটি মানুষের দুঃখ -কষ্টে অনায়াসে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন এবং যথাসাধ্য সেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমৃত্যু তিনি এই কাজ করে নিজেকে নিঃশ্ব করেছেন। মানুষের মনে তিনি আজও দয়ার সাগর ও করুণা সাগর।

তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করলে বোঝা যাবে তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আমাদের মনে আজও দাগ

কেটে আছে—"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত বারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/ দীন যে দীনের বন্ধু...../ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,/ সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে /গিরীশ"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এখ কবিতায় বলেছেন

নিঃশ্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দযার অবতার।

কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,

সাম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত মৎকার"।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরের দিন কবি ও গল্পকার মানকুমারী বসু লিখেছেন "লোকে যত বিশ্বস করিতে চাইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া ভয়ার্তকে অভয় দিতেছেন। শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছে,রাম মরিতে জানে, শংকর মরিতে জানে, তাহাদের মতো শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি বা কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ব আদর্শ, জগতের দেবদূর্লভ রত্ন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—যিনি চিরদিন আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছেন,যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা ও পৈশাচিক কৃতঘ্নতাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন.....".

গান্ধিজি বলেছেন, "ঈশ্বচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলে না তিনি ছিলেন করুণার সাগর, উদারতার সাগর, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুণের সাগর। যে সমস্ত বাল কাজ তিনি করেছেন, সেখানে উচ্চ নীচ এমন ভেদাভেদ তিনি করেননি। আদর্শের জন্য বিদ্যাসাগর সারাজীবন কী ঘরে কী বাইরে সবজায়গায় ছিলেন আপসহীন। তদানীন্তন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিজের জামাইকে আর্থিক তছরুপের জন্য শুধু ভৎর্সনাই করেননি, তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। এ কাজটি সেই তো। এ ব্যাপারে গান্ধিজির এক কথা স্মরণ করা যায়—"স্বাধীনচেতা চরিত্রের মানুষ হওয়ায় তিনি পাবলিক ইনসস্ট্রাকশন বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে আপস করতে পারেননি এবং পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে তাঁকে ডেকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পণই তাঁর মহত্ব ও মানবিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছে। অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরুপ বল ছিল সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোক এরূপ মানুষই করতে পারেন যিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওযা তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তোয়াজ করে পদ আঁকড়ে থাকার চেয়ে ইস্তফা দিতে তিনি চাইবেন অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুকীর্তির বল, উপকর্মের উৎপীড়ন অপ্রকৃত হিন্দু গুণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিকের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল, তেজহীন বঙ্গসমাজ—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত গবীর। কার সাহসের সঙ্গে ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়ে দেখেন কার সাহেব বুট জুতো পরা পা দু'টি টেবিলের উপর তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখা পা না নামিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন পা দিয়েই। সেদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রতিবাদ না করেই কাজ সেরে চলে এলেন। আবার কোনো এক কারণে সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে এলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো পরা অবস্থায় পা দু'টি টেবিলে তুলে দিলেন একইভাবে কার সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার সাহেব অপমানিত বোধ করে ওপরমহলে বিদ্যাসগরের নামে নালিশ করেন এবং তদনুসারে বিদ্যাসগরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে আমরা নেটিভরা হলাম এক অসভ্য জাতি, একজন ভদ্র অতিথিকে ভালো করে অভ্যর্থনা করতে জানি না। যে ব্যবহারের জন্য মাননীয় কার সাহেব অভিযোগ করেছেন, তা আমি ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই শিখেছিলাম কিছুদিন আগে,যখন আমি ওঁর কামরায় সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য ইউরোপিয়ানের কাছে এইভাবে আমি ভদ্র ব্যবহারের ধারণা পেলাম। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ব্যবহারই তাঁর সঙ্গে করেছি।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ভোলেন নাই। কখনো সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই তো বলে মানুষ। নতুনবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবনধারণা করা তো শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যাহার অপেক্ষা ওই দরিদ্র্যের সন্তান বিদ্যাসাগর বড়লোক নহের। যে স্ব কর্তব্য সাধনে সাহাসী সেই মানুষকুলের রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর এই হিসাবে একজন বড় রাজা।

নিবেদিতার লেখা বিদ্যাসাগরের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা কতটা ছিল তা জানা যায়। মৃত্যুর দুই দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন রামকৃষ্ণের পরে বিদ্যাসাগরকে গুরুদেব বলে তিনি অনুসরণ করতেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ বলেসুপরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধাণর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ত, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তাঁহার জীবনের অতি শুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্ম ছিলেন, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখে ছিল না, উহা সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন বিদ্যাসাগর এই কথাটি আমার কাছে একজন মানুষের নামমাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় অশোকস্তম্ভ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর এই কথাটি উচ্চারণেই পূণ্য। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি বিকশিত হইয়াছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় একটি বনেদি ক্লাবের খুঁটি পূজায় অংশ নেন সাংসদ রাজীব ভটাচার্য্য।

‘বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার হচ্ছে’ হেমন্ত মালবিয়াকে জামিনে স্বস্তি না দিয়ে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই কার্টুনিস্ট হেমন্ত মালবিয়ার গ্রেফতার রোধের আবেদন সোমবার সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল। বিচারপতিরা স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছেন, “বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার করা হচ্ছে” এবং এমন ‘অসাংবিধানিক’ মন্তব্য বা চিত্র প্রকাশকে অন্ধভাবে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে আগামী শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৫ জুলাই।

হেমন্ত মালবিয়া একটি কার্টুন প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই কার্টুনকে কেন্দ্র করেই তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের হয়। এরই প্রেক্ষিতে তিনি জামিনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। তবে আদালত তাঁকে একদিনেরও জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করে।সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ শুনানির সময় মৌখিকভাবে মন্তব্য করে, “এই ধরনের কার্টুনিস্ট ও স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ানরা বাকস্বাধীনতার নামে সীমা লঙ্ঘন করছেন। এটি দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।” আদালতের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, তারা মনে করে সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার থাকা সত্ত্বেও, সেই অধিকারের অপব্যবহার করলে তাকে অন্ধভাবে রক্ষা করা যাবে না।এর আগে ৩ জুলাই মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টও হেমন্ত মালবিয়ার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। সেখানেও বিচারপতিরা বলেন, তিনি “বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার করেছেন” এবং ‘কার্টুন প্রকাশে কোনরূপ সংযম বা বিবেচনা দেখাননি’। এর পর মালবিয়া সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান, কিন্তু এখানেও প্রাথমিকভাবে তাঁকে স্বস্তি দেওয়া হলো না।নিজের আবেদনপত্রে হেমন্ত মালবিয়া উল্লেখ করেছেন যে, বিতর্কিত কার্টুনটি ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারীর সময় প্রকাশিত হয়। তিনি দাবি করেন, এই কার্টুনটি মূলত স্যাটায়ারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক মন্তব্য। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী, করোনা টিকাকরণ নিয়ে ভুল তথ্য, দ্বিধা ও সরকারি নেতাদের বেপরোয়া মন্তব্যযেমন “এই টিকা নিরাপদ পানির মতো”তাকে এই চিত্র অঙ্কনের জন্য প্রেরণা দেয়।

কার্টুনে একটি কাল্পনিক দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যেখানে একজন নাগরিককে একটি টিকা দেওয়া হচ্ছে, আর সেটি একটি রাজনৈতিক নেতার দ্বারা। মালবিয়ার মতে, এটি সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের একটি অংশ, যেখানে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

মালবিয়া এ-ও দাবি করেছেন যে, এই কার্টুনটি গত চার বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে, কিন্তু সম্প্রতি সেটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং শিল্পীর ব্যঙ্গচিত্র আঁকার অধিকার রোধ করার একটি প্রচেষ্টা।

সুপ্রিম কোর্ট মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেছে ১৫ জুলাই। তখন হেমন্ত মালবিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর জামিনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এদিকে শিল্পী মহল এবং বাকস্বাধীনতা রক্ষাকারী বহু সংস্থা এই মামলার দিকে নজর রাখছে, কারণ এর রায় ভবিষ্যতে শিল্পী ও ব্যঙ্গচিত্রকারদের স্বাধীনতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এআই প্রযুক্তির অপব্যবহারে অসমের এক নারীর জীবনে বিভীষিকা, সাইবার অপরাধে গ্রেফতার অভিযুক্ত

ডিব্রুগড়, ১৪ জুলাই : একটি সাধারণ ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল, কয়েকটি ’প্ররোচনামূলক’ ছবি ও ভিডিও এবং তাতেই রাতারাতি ভাইরাল হয়ে উঠেছিল অসমের এক নারীর নাম। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি পর্নো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেছেন। সংবাদমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষ যখন তা নিয়ে চর্চায় মত্ত, তখনই সত্য সামনে আনে ডিব্রুগড় পুলিশ। জানা যায়, ওই নারী আসলে একটি ভয়ঙ্কর সাইবার অপরাধের শিকার, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর সাহায্যে তার ছবি ও ভিডিও বিকৃত করে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত প্রীতিম বড়া, যিনি ভুক্তভোগীর প্রাক্তন সহপাঠী, তাকে শনিবার রাতে তিনসুকিয়া থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ডিব্রুগড় জেলার এসপি (ভারপ্রাপ্ত) সিজাল আগরওয়াল রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ভুক্তভোগী নারী গত ১২ জুলাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ, একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর মর্ফ করা নগ্ন ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রোফাইলে এমনকি তাঁকে প্রখ্যাত পর্নস্টার কেন্ড্রা লাস্ট-এর সঙ্গে দেখা যায়, যার মাধ্যমে ভুয়ো দাবি করা হয় যে তিনি পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন।

তদন্তে নেমে পুলিশ ওই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটির তথ্য সংগ্রহ করে এবং একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে শনাক্ত করে অভিযুক্ত প্রীতিম বড়াকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বড়া স্বীকার করে, এটি মূলত ‘ব্যক্তিগত প্রতিশোধ’ হিসেবে শুরু করেছিল। কিন্তু পরে বিষয়টি আর্থিক লাভের দিকে মোড় নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিভিন্ন এআই ভিত্তিক সফটওয়্যার যেমন ওপেনআর্ট, মিডজার্নি এবং কিছু সিনেমা/পর্নোগ্রাফি শেয়ারিং সাইট যেমন ডিজায়ার মুভিজ -এর মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছিল ছবি এবং ভিডিও বিকৃত করতে। এই সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ভুয়া পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট তৈরি করে তা অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি এইসব ছবি ও ভিডিও এতটাই নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে অনেকেই তা আসল বলে ধরে নেয়। কিছু কিছু ছবি এমনকি ২০২২ সাল থেকে পোস্ট করা হচ্ছিল, কিন্তু চলতি বছরের ২ জুলাই একটি বিশেষ পোস্টের পরেই প্রোফাইলটি ভাইরাল হয়ে যায়। সেখানে ভুক্তভোগীর মর্ফ করা ছবি একজন আন্তর্জাতিক পর্নস্টারের সঙ্গে পোস্ট করে বলা হয়, “নতুন জার্নি শুরু হচ্ছে”।

পুলিশের তদন্তে আরও জানা গেছে, অভিযুক্ত একটি লিঙ্কট্রি পেজ তৈরি করে, যার মাধ্যমে দর্শকরা সাবস্ক্রিপশন নিয়ে পর্নো কনটেন্ট দেখতে পারত। এতে সে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। এসপি আগরওয়াল জানান, “প্রথমে প্রতিশোধের উদ্দেশ্য থাকলেও পরে বিষয়টি ব্যবসায়িক রূপ নেয়। সে লোভে পড়ে এই অপরাধ চালিয়ে যেতে থাকে।”

গ্রেফতারের সময় পুলিশের টিম অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, দুটি মোবাইল ফোন, একটি ট্যাবলেট, একটি হার্ড ডিস্ক, একটি পেন ড্রাইভ, একাধিক সিম কার্ড এবং একটি কার্ড রিডার জব্দ করেছে। এগুলোর ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে, যাতে আরও তথ্য মিলতে পারে অভিযুক্তের কার্যকলাপের বিষয়ে। এসপি আরও জানান, “এই ধরণের ডিজিটাল অপরাধে বহু স্তরের ডেটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। আমরা কেন্দ্রীয় এবং বেসরকারি বিভিন্ন সাইবার সিকিউরিটি সংস্থার সাহায্য নিচ্ছি। তদন্ত এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।”

প্রীতিম বড়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির নতুন সংস্করণ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এর আওতায় একাধিক ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ধারা গুলোর মধ্যে রয়েছে ধারা ৭৪, যা নারীর মর্যাদা ক্ষুণ করার সাথে সম্পর্কিত, ধারা ৭৫, যা যৌন হেনস্থার সাথে সম্পর্কিত, এবং ধারা ২৯৪, যা অশ্লীল কনটেন্ট প্রচারের অভিযোগে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও রয়েছে ধারা ৩৩৬(৪), যা ডিজিটাল তথ্যের মাধ্যমে হুমকি প্রদানের ক্ষেত্রে, ধারা ৩৫১(২), যা ডিজিটাল মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য তৈরি করে প্রতারণা করার অভিযোগে এবং ধারা ৩৫৬(২), যা মানহানির জন্য দায়ী। ১৩ জুলাই অভিযুক্ত প্রীতিম বড়াকে আদালতে পেশ করা হলে পুলিশ ৯ দিনের রিমান্ড চায়, তবে আদালত ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে।

এই ঘটনাটি ভারত তথা গোটা বিশ্বের সামনে এক গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরেছেজেনারেটিভ এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার কীভাবে ব্যক্তিগত জীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে। ভুক্তভোগী নারীর জীবনে এই ঘটনার মানসিক ও সামাজিক প্রভাব অপরিসীম। তিনি এখনও আইনি সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনগণকে

NOTIFICATION

In continuation to the earlier Notification issued vide No.14-2/TW/Coaching/FTB/2024- 25/1/690320/2025, dated 15.05.2025, regarding submission of Online Application under "Cash in . lieu of Free Text Book to ST students for Class IX to Degree" (General) through Beneficiary Management System (BMS) portal during the FY 2025-26, the timeline for the following processes shall stand extended as follows:

1	Institute Nodal Officer (INO)	Up to 26th September, 2025 (Application should be completed by this period)
2	Verification by the District nodal Officer (DNO)	Up to 17th October, 2025 (Verification should be completed by this period)
3	Verification by the State Nodal Officer (SNO)	Up to 31st October, 2025 (Verification should be completed by this period)

General Instruction:

i. All concerned shall ensure that the aforementioned timeline is strictly followed.

ii. To The extended timeline shall be widely publicized, and proactive actions shall be taken so that every eligible ST student can take benefit of the scheme.

ICA|D|594/25

Director, Tribal Welfare

PRESS NIET. NO. 03/EE/DWS/AMP/2025-26 Dated. 04-07-2025

The Executive Engineer, DWS Division, Amarpur, Gomati, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD/ Registered Vehicle Owner (for sl. No.2 & 7)/ Central & State Sector undertaking a for the following works :-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No.87DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 24,35,631.00	₹ 48,713.00
2	DNIeT No.11/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 5,74,080.00	₹ 11,482.00
3	DNIeT No.12/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 43,97,109.00	₹ 87,942.00
4	DNIeT No. 13/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 16,78,831.00	₹ 33,577.00
5	DNIeT No.14/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 22,36,726.00	₹ 44,735.00
6	DNIeT No. 15/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 9,00,000.00	₹ 18,000.00
7	DNIeT No. 16/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 3,69,840.00	₹ 7,397.00
8	DNIeT No. 17/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 18,04,733.00	₹ 36,095.00
9	DNIeT No. 18/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 12,93,830.00	₹ 25,877.00
10	DNIeT No. 19/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 18,43,795.00	₹ 36,876.00
11	DNIeT No. 20/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 27,33,776.00	₹ 54,676.00
12	DNIeT No. 21/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 14,54,983.00	₹ 29,100.00
13	DNIeT No. 22/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 7,54,164.00	₹ 15,083.00
14	DNIeT No. 23/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 7,44,291.00	₹ 14,886.00
15	DNIeT No. 24/DNIeT/EE/DWS/AMP/2025-26	₹ 10,11,029.00	₹ 20,221.00

Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur at 15:30 on 04-08-2025 if possible

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.gov.in

ICA/C/1417/25

sd/-
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Amarpur

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 05/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated- 11/07/2025

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e- tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the works as detailed below:-

Sl. No.	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 15/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹. 9,61,638.00	₹.19,233.00	180 Days	₹.1,000.00
2	DNIe-T No: 16/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹. 9,67,792.00	₹. 19,356.00	365 Days	₹.1,000.00
3	DNIe-T No: 17/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹. 9,70,272.00	₹.19,405.00	180 Days	₹.1,000.00
4	DNIe-T No: 18/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹ 9,68,002.00	₹. 19,360.00	180 Days	₹.1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e- 11/07/2025 at 18.00 hours.

Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 01/08/2025 up to 15.00 hours.

Date and Time for Opening of Bid- 01/08/2025 on or after 15.30 hours..

This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

ICA/C/4421/25

(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

”মন্ত্রীদেরও এমন কাজ করতে পারেন না যা...”: সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রসঙ্গে নীতিন গড়করি

নাগপুর, ১৪ জুলাই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, সরকারি প্রশাসনে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আদালতে সরকার বিরোধী মামলা দায়েরের গুরুত্ব অপরিসীম। নাগপুরে ’প্রকৃত শ্রীপ্রকাশ দেশপান্ডে স্মৃতি কুশল সংগঠক পুরস্কার’ বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে গড়করি জানান, আদালতের নির্দেশ কখনও কখনও এমন কাজ করতে পারে যা সরকারও সবসময় করতে পারে না।

তিনি বলেন, “সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকা উচিত, যারা সরকার বিরোধী মামলা আদালতে দায়ের করে। এই কাজটি রাজনীতিবিদদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে। কারণ, এমনও ঘটনা হয় যে, মন্ত্রীরাও এমন কাজ করতে পারেন না যা আদালতের নির্দেশ দিয়ে সম্ভব হয়।” গড়করি আরও যোগ করেন, “জনপ্রিয় রাজনীতি অনেক সময় রাজনীতিবিদদের পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।”

গড়করি এদিন ‘কুশল সংগঠক’ পুরস্কারের প্রাপকদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যারা সরকার বিরোধী বিভিন্ন আইনি লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং সরকারের ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে আদালতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘কুশল সংগঠকরা’ বহু ক্ষেত্রেই সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে শিক্ষা খাতে, আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যার ফলে সরকার অনেক সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবং বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।

এছাড়া গড়করি তাঁর ভাষণে সরকারের নানা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার পাশাপাশি জনগণের স্বার্থে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্বও তুলে ধরেন।

‘বিকশিত ভারত’ অর্জনে ‘বিকশিত গ্রাম’ গড়ে তোলার আহ্বান গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী পেম্মাসানি চন্দ্রশেখরের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ’২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে চাইলে, আমাদের আগে গড়ে তুলতে হবে ‘বিকশিত গ্রাম’।’ এই আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর। আজ নতুন দিল্লিতে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের পারফরম্যান্স রিভিউ কমিটির প্রথম বৈঠকে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, “একটি বিকশিত গ্রাম কেবল একটি ধারণা নয়, এটি একটি বাস্তবতায় রূপ দিতে পারে, যদি আমরা শক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং প্রতিশ্রুতি নিয়ে একযোগে কাজ করি। এমন একটি গ্রামে প্রত্যেক পরিবারে পাকা ঘর থাকবে, মৌলিক নাগরিক সুবিধা থাকবে, প্রত্যেক গ্রাম থাকবে উন্নত সড়ক যোগাযোগে সংযুক্ত, যুবকদের জন্য থাকবে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং মহিলারা হবেন ক্ষমতাশালী ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর।’

তিনি আরও বলেন, “আমরা কেবল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি না, আমরা দেশের উন্নয়নের পরবর্তী অধ্যায় লিখছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মন্ত্রিসভার সদস্য শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে গ্রামীণ উন্নয়নে দেশে নজরকাড়া অগ্রগতি হয়েছে।”

চন্দ্রশেখর মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম -এর সফলতা তুলে ধরেন, যা গ্রামীণ বেকারত্ব এবং মরসুমি অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি জানান, প্রতি বছর ৯০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় গড়ে ২৫০ কোটি ব্যক্তি-দিন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩৬ কোটি জব কার্ড ইস্যু হয়েছে এবং ১৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক সক্রিয়ভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন।

মন্ত্রী বলেন, ’আমাদের শুধু মজুরি প্রদানের দিকেই মনোযোগ দিলে চলবে না, বরং এমজিএনআরইজিএসের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও টেকসই সম্পদ তৈরিতে মনোনিবেশ করতে হবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ, অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে একীকরণ এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন এই কর্মসূচির প্রভাব আরও বাড়াতে পারে।’

মন্ত্রী পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা—গ্রামীণ এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩.২২ কোটি পরিবারকে কাঁচা ঘর থেকে পাকা ঘরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০২৯ সালের মধ্যে আরও ২ কোটি পাকা ঘর নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, কারণ পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রামীণ আবাসনের চাহিদাও দ্রুত বাড়ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, “পরিবেশবান্ধব এবং স্থানীয় পরিস্থিতির উপযোগী নির্মাণ প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং সাশ্রয়ী নকশা প্রয়োগ করে আরও কার্যকর ও টেকসই হাউজিং মডেল গড়ে তোলা উচিত।”

মন্ত্রী জানান, “প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখনও পর্যন্ত ৭.৫৬ লক্ষ কিমি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।” তিনি রাজ্য-স্তরের রোড মেইনটেন্যান্স ফান্ড গঠন, সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং উদ্ভাবনী অর্থায়ন মডেল তৈরির পরামর্শ দেন, যাতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়।

মন্ত্রী জানান, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - ন্যাশনাল রুর্বাল লাইভলিহুড মিশন গ্রামীণ মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

এ পর্যন্ত ১০.০৫ কোটি মহিলাকে ৯১ লাখ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে সংগঠিত করা হয়েছে এবং তাদের ব্যাংক লিঙ্কেজ ছাড়িয়েছে ১১ লক্ষ কোটি টাকা। তিনি বলেন, “লক্ষপতি দিদি উদ্যোগের আওতায় ইতিমধ্যেই ১.৫ কোটি মহিলা বছরে ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি আয় করছেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি মহিলা। আমাদের আরও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবেতাদের জন্য টার্গেটেড ক্রেডিট, উচ্চমানের দক্ষতা এবং বাজার-উপযোগী সাপোর্ট দিতে হবে।”

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, “এখন পর্যন্ত ১৭ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১১ লক্ষের বেশি তরুণকে সুনিশ্চিত কর্মসংস্থানে যুক্ত করা হয়েছে।”

এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের অপর প্রতিমন্ত্রী কামলেশ পাসওয়ান, সচিব শৈলেশ কুমার সিং, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ আধিকারিকরা।

পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, “গ্রামীণ উন্নয়ন হচ্ছে দেশের মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করা। যদি প্রতিটি গ্রাম বিশ্বিত হয়, তবে ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবে।”

সোমবার আগরতলায় ওয়ার্ড নং ১১ উদ্যোগে এক বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

উদ্ভিদ থেকেও মিলবে প্রোটিন

মাছ, মাংস, ডিম খেতে পারেন না, তবে প্রোটিনের চাহিদা বেছে নিতে পারেন উদ্ভিজ্জ খাবার।

শাকাহারী খাদ্যাভ্যাস যারা বেছে নেন তাদের অন্যতম দুশ্চিন্তা হলো পর্যাপ্ত প্রোটিন শরীরে যাচ্ছে কি-না।

সনদস্বীকৃত খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ এবং 'দ্য প্লান্ট বেইজড বেবি অ্যান্ড টডলার' বইয়ের রচয়িতা হুইটনি ইংলিশ বলেন, "সকল সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জ খাবারে প্রোটিন থাকে, এমনকি কফিতেও। তাই বীজ, সয়া, বাদাম, সীম ও শষ্য-জাতীয় খাবার থেকে সহজেই একজন মানুষ দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারেন অনায়াসে।

রিয়েল সিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "প্রতিদিন খুব বেশি প্রোটিন যে দরকার তাও কিন্তু নয়। গড়পড়তা ওজনের একজন নারীর দৈনিক প্রোটিন প্রয়োজন মাত্র ৪৬ গ্রাম। আর উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য শাকাহারী হতে হবে তাও নয়। বরং সব ধরনের খাবার কীভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে খাওয়া যায় তা বুঝতেও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎসগুলো চিনে রাখা উচিত।"

নর্থ ক্যারোলাইনা'র নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ক্লেয়ার কার্লটন বলেন, "আমি পরামর্শ দেব প্রোটিনের উৎস হিসেবে 'হোল ফুড'-জাতীয় উৎস বেছে নেওয়া, প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে যাওয়া। এমনকি উদ্ভিজ্জ মাংস ও প্রোটিন পাউডার ইত্যাদিও এড়িয়ে যাওয়া উচিত।"

মাংসের বিকল্প কালেভদ্রে খাওয়াই শ্রেয়। তবে মনে রাখতে হবে এতে ভোজ্য আঁশ, ভিটামিন, খনিজ উপাদান ইত্যাদি কমই পাওয়া যাবে।

সীমজাতীয় খাবার

কার্লটন বলেন, "উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে খাবারের মধ্যে লতানো উদ্ভিদ থেকে আসা খাবারে পুষ্টি উপাদানের ঘনত্ব থাকে সবচাইতে বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে থাকে ভোজ্য আঁশ আর বি ভিটামিন। যেমন- মশুর ডালের প্রতি কাপে থাকে ১৮ গ্রাম। আবার কালো সীমের বীজের প্রতি কাপে প্রোটিন মিলবে ১৫ গ্রাম। আর দুটোই খাওয়া যায় সুপ, সালাদ ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে।

সয়া সয়াবিন ও অন্যান্য সয়া খাবার নিয়ে মানুষের মাঝে নানা মত প্রচলিত। প্রাকৃতিকভাবে সয়া অত্যন্ত পুষ্টিগুনে ভরপুর একটি খাবার, প্রোটিনের মাত্রাও এতে অনন্য। প্রতিকাপ সয়া থেকে মিলতে পারে প্রায় ১৮ গ্রাম প্রোটিন। সিদ্ধ মটরশুঁটি, 'শেলড বিনস', 'টফু', সয়াবিন ইত্যাদি সবগুলো থেকেই প্রোটিন মিলবে। সঙ্গে আরও মিলবে ওমেগা থ্রিএস, লৌহ, বি ভিটামিন এবং 'ফাইটোকেমিকেলস' নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

বীজজাতীয় খাবার

আকারে ছোট হলেও প্রোটিন কম নয় বীজজাতীয় খাবারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিদ ভিকি পিটারসেন বলেন, "ওটমিল, স্মুদি, সুপ ইত্যাদি খাবারে সহজেই বীজজাতীয় খাবার যোগ করা যায়। প্রোটিনের উৎস হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'হেম্প সিড'। মাত্র দুই টেবিল চামচেই পেতে পারেন ছয় গ্রাম প্রোটিন। একে বলা যায় 'কমপ্লিট প্রোটিন'।"

"কারণ তা থেকে পাওয়া যায় ৯ ধরনের প্রয়োজনীয় 'অ্যামিনো অ্যাসিড', ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, 'ওমেগা থ্রিএস' ইত্যাদি। কুমড়ার বীজ আর 'শিয়া সিড'য়েও প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। এই দুই বীজ মাত্র দুই টেবিল-চামচেই যোগান দিতে পারে পাঁচ গ্রাম প্রোটিন।"

বাদাম

কাঠবাদাম, চিনাবাদাম, আখরোট সবগুলোই প্রোটিনের আদর্শ উৎস। এক কাপ কাঁচা-বাদাম দিতে পারে চার থেকে ১০ গ্রাম প্রোটিন। এর মধ্যে এক কাপ চিনাবাদামে থাকে সাড়ে নয় গ্রাম প্রোটিন। আবার বাদামের মাখন বা পিনাট বাটার যোগাতে পারে সাত থেকে আট গ্রাম প্রোটিন, তাও শুধু দুই টেবিল-চামচেই।

শষ্যজাতীয় খাবার

''হোল গ্রেইন' বা শষ্যজাতীয় খাবার হলো স্বাস্থ্যকর 'কার্বোহাইড্রেট'। যেমন- ওটমিল বা ওটসের প্রতি কাপে যোগায় ১২ গ্রাম প্রোটিন, যা প্রায় দুটি ডিমের সমান। সেই ওটমিলের সঙ্গে যদি যোগ করা হয় সয়া মিল্ক আর পিনাট বাটার, তবে দিনের শুরুতেই পেয়ে গেলেন ২০ গ্রাম প্রোটিন'', বলেন পিটারসেন।

গমের আটার প্রতি কাপে মেলে ১১ গ্রাম প্রোটিন। গমের ময়দার প্রতি কাপে ২৫ গ্রাম প্রোটিন। এক কাপ 'কিনোয়া' থেকে পেতে পারেন আট গ্রাম প্রোটিন।

সবজি

হ্যাঁ সবজি থেকেও প্রোটিন মেলে। প্রতি কাপ 'গ্রিন পিজ' বা মটর থেকে পাওয়া যায় ৯ গ্রাম প্রোটিন। সঙ্গে আছে ভোজ্য আঁশ ও ভিটামিন।

একটি আস্ত আলু প্রায় সাত গ্রাম প্রোটিন যোগান দেয়। পালংশাকের প্রতি কাপে আছে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন।

তৃতীয় ধাপ হল 'উ দো টোয়েলেট'। এটা সারাদিন স্থায়ী করতে একাধিকবার ব্যবহার করতে হয়।

আর সর্বশেষ ও কম মূল্যের সুগন্ধি হল 'উ দো কোলন'। এটা সাধারণত দুই ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। তাই সুগন্ধি বাছাই করার সময় উপরের ধাপগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, দেহের নির্দিষ্ট কিছু হরমোন এবং 'ফেরোমোনজ' বা দেহের গন্ধের সঙ্গে সুগন্ধি বিক্রিয়া করে ঘ্রাণে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে।

মুখের জেল্লা ফেরাতে পারে ডবল ক্লিনজিং

কাজ থেকে ফিরে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নেন। যতই ক্লান্ত লাগুক, এ নিয়মের অন্যথা হয় না। মেকআপ তোলার ক্ষেত্রে রিমুভারও ব্যবহার করেন। তার পর টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজিং। এত কিছু করার পরেও ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে। ব্রণ, র্যাশ, ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা তো আছেই। সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালি মনোভাবে কখনও মুখ অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়ছে, তো আবার কখনও তেল ভরে উঠছে।

অভিজ্ঞরা বলছেন, যত ভাল প্রসাধনীই ব্যবহার করুন না কেন, মুখ পরিষ্কার না হলে কোনও কিছুই কাজ করবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী হল "ডবল ক্লিনজিং" মেথড।

"ডবল ক্লিনজিং" কী?

দু'বার বা দু'টি ধাপে দুই রকম জিনিস ব্যবহার করে ত্বক পরিষ্কার করার পদ্ধতিই হল ''ডবল ক্লিনজিং''। প্রথমে তেল দিয়ে মুখের যাবতীয় ধুলো, ময়লা বা মেকআপের পরত তুলে ফেলতে হয়। তার পর মাইল্ড কোনও ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখের অতিরিক্ত তেল তুলে ফেলতে হয়। ফলে ত্বক একেবারে শুষ্ক হয়ে যায় না।

"ডবল ক্লিনজিং" পদ্ধতিতে মুখ পরিষ্কার করবেন কেন?

১) ফেসওয়াশ বা সাবান ত্বকের গভীরে গিয়ে সেখান থেকে অশুদ্ধি টেনে বার করে আনতে পারে না। তাই ত্বকের বিভিন্ন স্তরে জমা ধুলোময়লা পরিষ্কার করতে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকরী।

২) মেকআপ করার সময়ে যেমন একের পর এক পরত মুখে মাখতে হয়, তেমন তোলার সময়েও প্রতিটি স্তর থেকে মেকআপ প্রসাধনী উঠছে কি না, তা খেয়াল রাখা জরুরি। ত্বকের বিভিন্ন স্তর থেকে মেকআপ তুলতে "ডবল ক্লিনজিং" পদ্ধতি পরখ করে দেখা যেতেই পারে।

৩) ত্বক গভীর থেকে পরিষ্কার করার পর ত্বকের জেল্লাও ফিরে আসে। বাইরে থেকে মুখ চকচকে করে তোলার জন্য নানা রকম প্রসাধনী পাওয়া যায়। তবে কিছু দিন "ডবল ক্লিনজিং" করার পরই তফাত নজরে পড়বে।

ডিম খাওয়া ছেড়েছেন? শরীরে কি কোনও বদল দেখা দিতে পারে?

সকাল, দুপুর, কিংবা রাত দিনের কোনও একটি খাবারে ডিম থাকবে না, তা যেন হতেই পারে না। পোচ, অমলেট, কষা, নানা ভাবে ডিম খাওয়া হয়। মাছের মতোই ডিমের প্রতিও বাঙালির ভালবাসা অটুট। ডিম যে শুধু স্বাদের খেয়াল রাখে, তা তো নয়। বরং ডিমের স্বাস্থ্যগুণও যথেষ্ট। ইদানীং অবশ্য অনেকেই ভেগান খাবারদাবারের প্রতি ঝুঁকছেন।

ফলে মাছ, মাংসের সঙ্গে ডিম খাওয়াও বন্ধ। এক দিনে দু'টো ডিম খেলে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলে কোনও সমস্যা হতে পারে কি?

ডিম হল নানা ধরনের পুষ্টিগুণে ঠাসা। শরীরে সেই উপাদানগুলির ঘাটতি পূরণ করতে ডিম খাওয়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলে শরীরে প্রোটিন, মিনারেলসের মতো অত্যন্ত উপকারী এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটবে। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, পেশি ক্ষয়ের মতো নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। সেই সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা তো রয়েছেই। ডিম শরীর চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে। আর কী কী সমস্যা হতে পারে ডিম খাওয়া ছাড়লে?

১) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরে প্রোটিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ডিম হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। ফলে ডিম যদি রোজের খাবারে না থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দেয়। আর সেই ঘাটতির হাত ধরেই ওজন বাড়তে থাকে। ২) ডিমে রয়েছে লুটেইন, জেক্সানাথিন নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখে। ডিম না খেলে চোখের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩) হৃদ্যন্ত্রের খেয়াল রাখে ডিম। প্রতি দিন ডিম খাওয়ার অভ্যাসে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমে। ডিম না খেলে সেই ঝুঁকি বাড়তে পারে।

ডিম না খেলেও সুস্থ থাকতে মাছ, মাংস কিন্তু খেতেই হবে। সেই সঙ্গে নানারকম শাকসব্জি, ডাল, ফল বেশি করে খাওয়া জরুরি। খেতে হবে দুগ্ধজাত খাবারও। এই খাবারগুলি থেকেও ভিটামিন বি১২, আয়রন, ফাইবার, প্রোটিন পাওয়া যাবে।

বেগুন কিমা ভর্তা

বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টিমাখা দিনে মাঝেমাঝেই অন্য রকম খেতে ইচ্ছে করে। কষা মাংস অথবা মাছের ঝোলের বদলে নতুন কোনও পদের স্বাদ নিতে চায় জিভ। বর্ষার মরসুমে ভর্তার আলাদা চাহিদা রয়েছে। চিংড়ি থেকে পটল, বাড়িতেই নানা স্বাদের ভর্তা বানিয়ে নেন অনেকেই। লটে মাছ, চিকেন কিংবা ডাল ভর্তা তো বহু বার খেয়েছেন।

কখনও বেগুন কিমা ভর্তা চেখে দেখেছেন? এই বর্ষায় বানাতে পারেন। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

পাঁঠার মাংসের কিমা: ৩০০ গ্রাম
বড় বেগুন: ১টিসর্ষের তেল: ২-৩ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
আদা বাটা: ১ চা চামচ
রসুন বাটা: ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লাল লঙ্কারগুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
গরম মশলার গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
ঘি: ১ টেবিল চামচ
ধনে পাতা: সাজানোর জন্য
প্রণালী:

বেগুনের গায়ে ভাল করে তেল মাখিয়ে দু'পাশ ভাল করে আগুনে পুড়িয়ে নিন। পোড়ানো হয়ে গেলে ঠান্ডা করতে দিন। ঠান্ডা হয়ে এলে ভাল খোসা ছাড়িয়ে বেগুন আলাদা পাত্রে রেখে মিহি করে মেখে নিন।

এ বার কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজগুলি বাদামি করে ভেজে নিন। পেঁয়াজের মধ্যেই আদা, রসুন বাটা এবং সব মশলা দিয়ে কিছু ক্ষণ ভাজতে থাকুন।

গন্ধ বেরোতে শুরু করলে টম্যাটো বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মাংসের কিমা দিয়ে কষাতে থাকুন। মিনিট পাঁচেক পর অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট পর ঢাকা খুলে মেখে রাখা বেগুনটা দিয়ে হালকা হাতে নাড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। নামানোর আগে উপর থেকে দু'চামচ ঘি ছড়িয়ে দিলে ভাল লাগবে। ভাত তো বটেই, বর্ষার রাতে গরম গরম রুটির সঙ্গে মন্দ লাগবে না বেগুন কিমার ভর্তা।

ভিটামিন ডি রোজ কতটা প্রয়োজন

এ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, সূর্যের আলোর কোনও অভাব নেই। যা কিনা ভিটামিন ডি-র অন্যতম উত। তবু এই ভিটামিন ডি-র অভাবে ভোগেন প্রায় সত্তর শতাংশ ভারতীয়। সকালে উঠেই গা ম্যাজম্যাজ, ক্লান্তি থেকে শুরু করে হাতে পায়ের পেশিতে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, হঠাত হঠাত মেজাজ বিগড়ে যাওয়া। কৈশোরের কোঠা পেরোতে না পেরোতেই ভিড় করে আসছে এমন রকমারি সমস্যা।

এই সব সমস্যার কারণ কিন্তু একটাই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি। এই ভিটামিন শরীরে নানা কাজে লাগে। ফলে এটির অভাব হলে কেবল মাত্র হাড় ক্ষয়ে যাওয়া বা ব্যথা-বেদনা নয়, তৈরি হতে পারে আরও বড় সমস্যা। পেশি নাড়াচাড়া করতেও প্রয়োজন হয় এই ভিটামিনের। এমনকি, এর সাহায্য ছাড়া মস্তিষ্ক থেকে সারা শরীরে বার্তা পর্যন্ত পাঠাতে পারে না স্নায়ু। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এই ভিটামিনটি ছাড়া ব্যাক্টেরিয়া-ভাইরাসদের প্রতিহত করা দুঃসাধ্য।

জানেন কি, একমাত্র এই ভিটামিনটিই মানুষের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হতে সক্ষম! ছোট থেকে জেনেছি, ক্যালশিয়ামের গুণেই মজবুত হয় দাঁত ও হাড়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিটামিন "ডি" ঠিক মতো তৈরি না হলে ক্যালশিয়াম কাজ করতে পারে না। ফলে থাবা বসায় ছোটদের বিকেট থেকে শুরু করে বড়দের অস্টিয়োম্যালশিয়া, অস্টিয়োপোরেসিস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ। অনেক সময় কোলন ক্যানসার, স্তন বা প্রস্টেট ক্যানসারের মতো মারণ রোগ প্রতিরোধেও কাজ করে এই প্রয়োজনীয় ভিটামিনটি।

একমাত্র ভিটামিনটি ডি মানুষের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হতে সক্ষম! ছবি: সংগৃহীত।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে ২০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি-এর প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিভেদে এই চাহিদা কমবেশি হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করে মানুষের জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাসের উপর। দুধ, পনির, মাশরুম, মাখন, তৈলাক্ত মাছ, চিজ, ডিমে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তা ছাড়া বাজারে কিছু ভিটামিন "ডি" সাপ্লিমেন্টও পাওয়া যায়। তবে চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ না করে সেগুলি নৈব নৈব চ। মূলত খুব ঠান্ডার জায়গায় যাঁরা থাকেন, যাঁরা নিরামিষাশী কিংবা যাঁরা বয়স্ক, তাঁদেরই চিকিতকরা মূলত ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দেন। এ ছাড়া শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির উপসর্গগুলি প্রকট হয়ে উঠলেও চিকিতকরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে বলেন। এই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই, দিনের যে কোনও সময় এই ওষুধ খাওয়া যায়।

চারাগাছ কেনার সময়ে ঠকবেন না

মাঝেমাঝে ফুরসত পেলেই নার্সারিতে ঢুঁ মারেন অনেকেই। একটা-দু'টো করে গাছের চারা কিনে এনে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলেন ছোট্ট বাগান। তবে বাগান তৈরি করা সহজ হলেও গাছের চারা চেনা কিন্তু বেশ কঠিন। গাছ কেনার বিষয়ে একেবারেই যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই, ফলনযোগ্য চারাগাছ কেনার ক্ষেত্রে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

অনেক সময়ে দেখা যায়, চারাগাছ টবে লাগানোর কিছু দিন পরেই মারা যাচ্ছে। অনেকে ভাবেন সঠিক যত্নের অভাবে বোধ হয় এমন হয়। সেটা একটা কারণ হলেও সব সময়ে তা না-ও হতে পারে। চারাগাছের মান ভাল না হলেও এমন হয়। ভাল চারাগাছ চেনার কয়েকটি কৌশল রয়েছে। সেগুলি জানা থাকলে ঠকে যাওয়ার ভয় নেই।

১) নার্সারিতে একই গোত্রের বিভিন্ন চারাগাছ থাকে। কিন্তু সব গাছগুলি একই ভাবে বেড়ে ওঠে না। কিন্তু গাছ কেনার সময়ে দেখে নিন, সেটির বৃদ্ধি ভাল হয়েছে কি না। যদি দেখেন এখনও তেমন বড় হয়নি, তা হলে না নেওয়াই ভাল।

২) অনেক গাছের ডালপালা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। তেমন গাছ বাগান করার জন্য উপযুক্ত নয়। কচি শাখাপ্রশাখাযুক্ত গাছ কেনাই ভাল।

৩) নার্সারিতে গিয়ে ফুল ফুটে আছে কিংবা ফল হয়েছে, তেমন গাছগুলিতেই চোখ যায়। কিন্তু সেগুলি দৃশ্যসুখ দিলেও ফলন ভাল হয় না। টবে পোঁতার পরেই ফল এবং ফুল ঝরতে শুরু করে। এমনকি, যত্নের এ দিক থেকে ও দিক হলে মারাও যেতে পারে। বরং সঠিক যত্নের পর ফল ধরবে, ফুল ফুটবে এমন গাছের চারা কিনে আনুন।

৪) চারাগাছ ভাল কি না তা বোঝার অন্যতম উপায় হল গোড়ার প্রকৃতি। লক্ষ করুন গাছের গোড়া মাটিতে শক্ত ভাবে আঁকড়ে আছে কি না। অনেক সময়ে নতুন পোঁতা গাছকে পুরনো বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। তাই গাছের ডাল ধরে আলতো করে ঝাঁকিয়ে দেখুন গাছের গোড়ায় শক্ত মাটি আছে কি না। গোড়া শক্ত হলে কিছু হবে না। আর যদি নতুন মাটিতে বসানো হয়, সে ক্ষেত্রে সহজেই খুলে আসবে।

৫) কেনার আগে এক বার চারাগাছের উচ্চতা মেপে নিন। ২ থেকে ৩ ফুটের মধ্যে হলে ভাল। এ উচ্চতার চারাগাছ টবে হোক কিংবা মাটিতে, যে কোনও জায়গায় সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

কম ক্যালোরির লেমন পেপার চিকেন বানান

ডায়েট করা মানেই খাওয়াদাওয়ায় একাধিক বিধি-নিষেধ। তেলমশলাদার খাবার থেকে বেশ কিছু দিনের বিরতি। ডায়েট চলাকালীন রোজ রোজ সেদ্ধ খাবার খেতে খেতে মুখে অরুচি চলে আসে। তার পর যদি কিটো ডায়েট হয়, তা হলে সাধের ভাত-রুটিকেও বিদায় জানাতে হয়। নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, ফুলকপির ফ্রায়েড রাইস প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও কিছু দিন পরেই মনটা কেমন খাই খাই করে। এ সময়ে ভুলভাল কিছু খেয়ে নিলেই মুশকিল। তাই বলে কি ডায়েটে ভাল কিছু খাওয়া যায় না? সুস্বাদু হবে, স্বাস্থ্যকর হবে এবং ক্যালোরিও থাকবে কম, রইল এমনই একটি রেসিপির সন্ধান।

খুব অল্প কয়েকটি উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন লেমন পেপার চিকেন। চটজলদি বানিয়েও ফেলা যায় আর একঘেয়েমি স্বাদও কেটে যায়। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ৪০০ গ্রাম
টক দই: ১ কাপ
ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ
আদা-রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচের গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
পেপরিকা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
মিক্সড হার্বস: ১ চা চামচ
মাখন: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো
প্রণালী:

একটি বড় পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে দই, নুন, লেবুর রস, পেপরিকা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। এ বার মুরগির মাংসের পাত্রটি ফ্রিজে তুলে রাখুন। আধ ঘণ্টা পর ফ্রিজ থেকে বার করে নিন। একটি ননস্টিক প্যানে মাখন গরম করে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে ভাজা ভাজা করে নিন। ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ঢাকা তুলে আবার কিছুটা গোলমরিচ, পেপরিকা আর মিক্সড হার্বস মিশিয়ে নিন। তার পর ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রাখুন। গরম গরম উপভোগ করুন লেমন চিকেন। ডায়েটে ভাত-রুটি থাকলে তা দিয়ে খেতে পারেন এই সুস্বাদু পদ। আর কিটো ডায়েট করলে খুব বেশি ঝোল রাখবেন না, শুকনো শুকনো করে নিলে ভাত-রুটি ছাড়াই ভাল লাগবে চিকেনের এই পদটি।

সোমবার বটতলা সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ীরা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

নীতি আয়োগ প্রকাশ করল 'ট্রেড ওয়াচ কোয়ার্টারলি'-র তৃতীয় সংস্করণ: ভারতের বাণিজ্য পরিস্থিতি ও মার্কিন নীতির বিশ্লেষণ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : আজ নীতি আয়োগের সদস্য ড. আরবিন্দ ভার্মানি নতুন দিল্লিতে 'ট্রেড ওয়াচ কোয়ার্টারলি' রিপোর্টের তৃতীয় সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়কালের জন্য ভারতের পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে এবং পাশাপাশি মার্কিন বাণিজ্য নীতিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও তার প্রভাব নিয়ে একটি বিশেষ থিমেটিক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ড. ভার্মানি এই উপলক্ষে বলেন, "ট্রেড ওয়াচ কোয়ার্টারলি"-র এই নতুন সংস্করণ ভারতের বাণিজ্য পরিস্থিতির সময়োপযোগী ও তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে। এটি শুধু পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণই নয়, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও চিহ্নিত করে। তাঁর মতে, এই প্রতিবেদনটি নীতিনির্ধারক, শিল্পসংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ, যা ভারতকে বৈশ্বিক বাণিজ্যে আরও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ভারতের পণ্য রপ্তানি ৩% বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। অন্যদিকে, পণ্য আমদানিতে ৬.৫% বৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে মোট আমদানি দাঁড়ায় ১৮৭.৫ বিলিয়ন ডলারে। এই সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতির মাঝে এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক ছিল পরিষেবা খাতে ৫২.৩ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত, যা সেবা রপ্তানিতে ১৭% প্রবৃদ্ধির কারণে সম্ভব হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিমান ও মহাকাশযান এবং তার যন্ত্রাংশের রপ্তানিতে বছরে ২০০%-রও বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে, যা ভারতের উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, ২০২৪ সালে ভারত ডিজিটালি ডেলিভারড সার্ভিসেস রপ্তানিতে ২৬৯ বিলিয়ন ডলারের আয় করে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৪ সাল থেকে ভারতের উচ্চ প্রযুক্তি পণ্যের রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্র/গোলাবারুদের রপ্তানি ১০.৬% বার্ষিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সংস্করণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মার্কিন বাণিজ্য ও শুল্ক কাঠামোর সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে বিশ্লেষণ। প্রতিবেদনের থিমেটিক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে ভারতের কিছু নির্দিষ্ট খাতে যেমন ওষুধ, বস্ত্র, ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি—এই সব খাতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ভারতের একটি আপেক্ষিক শুল্ক সুবিধা তৈরি হয়েছে। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ভারত তার মার্কিন বাজারে অংশীদারিত্ব বাড়াতে পারে। ড. ভার্মানি এ প্রসঙ্গে বলেন, "ভারত এখন এমন একটি সময়ের মধ্যে রয়েছে, যেখানে বাণিজ্যিক সুযোগগুলো দ্রুত রূপ নিচ্ছে। মার্কিন নীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আমাদের নীতিমালাও সেই অনুযায়ী দ্রুত অভিযোজিত হতে হবে যাতে ভারত এই পরিবর্তিত বাণিজ্য পরিবেশে কৌশলগতভাবে লাভবান হতে পারে।"

প্রতিবেদনটিতে ভারতের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সুপারিশও করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেনতুন বাজারে প্রবেশের জন্য রপ্তানিকারকদের সহজতর সুবিধা প্রদান, ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন, এবং বিশ্বব্যাপী উচ্চ প্রযুক্তির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করা।

বিশ্বব্যাপী ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও নীতিগত অনিশ্চয়তা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া এখন অপরিহার্য। এই পরিস্থিতিতে "ট্রেড ওয়াচ কোয়ার্টারলি" ভারতের বাণিজ্য পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে।

বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে "ইয়ুথ স্পিরিচুয়াল সামিট"; ঐতিহাসিক "কাশী ডিক্লারেশন" ঘোষণা করবে মাদকমুক্ত ভারতের রোডম্যাপ

নতুন দিল্লি, ১৪ জুলাই : ভারতের যুব সমাজকে মাদকমুক্ত ও আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডাভিয়া আজ নতুন দিল্লিতে 'ইয়ুথ স্পিরিচুয়াল সামিট'-এর ঘোষণা দেন। 'নেশামুক্ত যুবা, বিকশিত ভারত' শীর্ষক এই সামিট আগামী ১৮ থেকে ২০ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বারাণসীর পবিত্র গঙ্গার তীরে অনুষ্ঠিত হবে। ড. মান্ডাভিয়া বলেন, "ভারতের ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যা ৩৫ বছরের কম বয়সী, যার গড় বয়স ২৮। এই যুবরাই ভারতের বিকাশের চালিকাশক্তি, তাদের সুরক্ষা ও শক্তিকরণ এখন আমাদের অগ্রাধিকার।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার আহ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ড. মান্ডাভিয়া বলেন, আমাদের যুব সমাজ শুধু এই ভবিষ্যতের সুবিধাভোগী নয়, বরং তার রূপকার। কিন্তু মাদকাসক্তি আজ যুবসমাজের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। এই আসক্তি তরুণদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি ব্যাপক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী মাদকবিরোধী কর্মসূচি শুরু করছে।

এই প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তিনদিনব্যাপী 'ইয়ুথ স্পিরিচুয়াল সামিট', যেখানে দেশের ১০০টি আধ্যাত্মিক সংগঠনের যুব শাখা থেকে ৫০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। এই প্রতিনিধি দল গঙ্গার তীরে একত্রিত হয়ে আলোচনা, আত্মবিশ্লেষণ ও কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে মাদকমুক্ত ভারতের জন্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করবেন। সম্মেলনের শেষ দিনে ঘোষণা করা হবে ঐতিহাসিক 'কাশী ডিক্লারেশন', যা একটি জাতীয় সংকল্পপত্র হিসেবে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের রূপরেখা উপস্থাপন করবে।

সামিটে মোট চারটি মূল অধিবেশন থাকবে, যার মধ্যে রয়েছেযুবসমাজে মাদকের প্রভাব, পাচার ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ধ্বংস, কার্যকর প্রচার ও সচেতনতা কৌশল, এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে নেশামুক্ত ভারত গড়ার একটি বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি। এই অধিবেশনগুলোতে বিশেষজ্ঞদের মূল বক্তব্য, প্যানেল আলোচনা এবং উন্মুক্ত ফোরামের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত তুলে ধরবেন এবং জাতীয় কৌশল তৈরিতে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখবেন। ড. মান্ডাভিয়া এই সম্মেলনকে একটি 'জন আন্দোলন' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, "আমরা চাই এই আন্দোলন গোড়ায় মাদক নির্মূল করুক, উৎস চিহ্নিত করুক এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা গড়ে তুলুক।" একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, ২৬ জুলাই কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষে কারগিলে একটি বিশেষ পদযাত্রার আয়োজন করা হবে। এই পদযাত্রায় অংশ নেবে মাই ভারত ক্লাবের সদস্য, স্থানীয় যুবক-যুবতী এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা। এই পদক্ষেপ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে এবং ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের প্রচারেও সহায়ক হবে। এই যুব সম্মেলন শুধু মাদকবিরোধী প্রচারের একটি অংশ নয়, বরং একটি বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা, যেখানে আধ্যাত্মিকতা ও যুবশক্তির মিলিত প্রয়াসে ভারত একটি আত্মনির্ভর ও নেশামুক্ত সমাজের দিকে এগিয়ে যাবে।

ভারতের প্রথম ডিজিটাল নোম্যাড গ্রাম হিসেবে ঘোষিত সিকিমের ছোট্ট গ্রাম

যাক্তেন, ১৪ জুলাই : সিকিমের পাকিয়ং জেলার ছোট্ট গ্রাম যাকতেন, ১৪ জুলাই ২০২৫, সোমবার, ভারতের প্রথম ডিজিটাল নোম্যাড গ্রাম হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি পাকিয়ং জেলা প্রশাসন এবং এনজিও সরভিতের সহযোগিতায় শুরু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো সিকিমের হিমালয় অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিকে সারা বছরের জন্য ডিজিটাল পেশাদারদের হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয়দের জন্য ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করা। যাকতেনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণথাং মাচং বিধায়ক পামিন লেপচা এবং পাকিয়ং জিল্লা অধ্যাক্ষা লাদেন লামু ভুতিয়া, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় জনগণ।

একসময়ের বিচ্ছিন্ন গ্রাম, যাকতেন এখন উচ্চ-গতির ইন্টারনেট, ডুয়াল-লাইন ব্যাকআপ, অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং কাজের জন্য প্রস্তুত হোমস্টে সুবিধার সাথে পরিবেষ্টিত, যা মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা-এর মনোরম দৃশ্যপটে অবস্থিত। আধুনিক ডিজিটাল অবকাঠামো এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ পরিবেশের এক অনন্য সংমিশ্রণ হিসেবে গ্রামটি নতুন পরিচিতি লাভ করেছে।

'এই প্রকল্পটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের "এক পরিবার, এক উদ্যোক্তা" ভাবনার প্রেরণায় তৈরি,' মন্তব্য করেন জেলা কালেক্টর রোহান রমেশ, আইএএস, যিনি এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। 'হোমস্টে মালিকরা আগে প্রতি বছর ৪-৫ মাস পর্যটন মৌসুমে আয় করতেন। কিন্তু 'নোম্যাড সিকিম'-এর মাধ্যমে আমরা এমন একটি মডেল তৈরি করছি যা সারা বছর আয় এবং গ্রামীণ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।"

ডিজিটাল পেশাদারদের প্রয়োজনীয়তার জন্য জেলা প্রশাসন দ্রুত অবকাঠামো স্থাপনে কাজ করেছেযেমন ওয়াই-ফাই, পাওয়ার ব্যাকআপের জন্য ইনভার্টার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং পানীয় জল ব্যবস্থাপনার জন্য সাময়িক সমাধান। জল জীবন মিশন-এর অধীনে পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া, আশেপাশের শহর এবং বিমানবন্দর সংযোগে পরিবহন ব্যবস্থাও তৈরি করা হচ্ছে যাতে যাকতেন আরও সহজে প্রবেশযোগ্য হয়।

প্রথম তরঙ্গের রিমোট কর্মীরা ইতোমধ্যে বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং বিদেশ থেকেও গ্রামে আসা শুরু করেছেন। অধিকাংশ কর্মী জানাচ্ছেন, যাকতেনের শান্ত পরিবেশ, সাশ্রয়ী খরচ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তাদের জন্য এখানে কাজ করার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনটি অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়, তবে গ্রামবাসীরা মনে করেন, এর পিছনে বহু বছরের পরিশ্রম রয়েছে। যাকতেন ভিলেজ ট্যুরিজম কোঅপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি গ্যন বাহাদুর সাব্বা জানান, 'হোমস্টে মালিকরা নিজেদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছেনঅনেক সময় ২ লাখ করে ঋণ নিয়ে প্রতিটি রুম প্রস্তুত করতে

বঙ্গে চালু করে ত্রিপুরায়

● প্রথম পাতার পর

থাকবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মী বলেন, প্রতিনিয়ত ত্রিপুরায় বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তার উপর জনগণের কাঁধে আরও বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি সরকারের তরফ থেকে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। একমাত্র দেশের বড়বড় শিল্পপতিদের আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য স্মার্ট মিটার চালু করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। যদিও পরবর্তী সময় তাঁদের পুলিশ বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বাড়ির সামনে থেকে আটক করে নিয়ে গেছে।

স্মার্ট মিটার নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

টাকা রিবেট দেওয়া হয়। তাদের ক্ষেত্রে এরিয়ার আসবে ৩১৮ টাকা এটাই বর্ধিত সেই বিল এখন থেকে এ ৩১৮ টাকা একসঙ্গে না নিয়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রতি বিলের সঙ্গে কেটে নেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিদ্যুতের হুক লাইন বন্ধ করতে এবার ড্রোন ক্যামেরা আনছে সরকার।

বাংলাদেশ সহপশ্চিমবঙ্গের

● প্রথম পাতার পর

থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে। তাই জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল বাড়ি থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ জেলা এবং সিপাহীজলা জেলায়। দুই জেলাতেই কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বাকি জেলাগুলিতেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিক্ষোভ জারি সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

বসানোর প্রতিবাদে জনগণ শামিল হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা বিজেপি নেতারা স্মার্ট মিটারের নামে সেখানে তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়ে যখন আকাশ-পাতাল গরম করছে ঠিক তখন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্য স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য মানুষের হয়রানির চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাচ্ছে। স্মার্ট মিটারের নামে গরিব অংশের মানুষকে হয়রানি চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে গিয়ে তাদের পকেট কাটছে। রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানো যাবে না। প্রয়োজনে আইনের ধারস্থ হবে বলে বলা হয়।

অপরদিকে অস্বাভাবিকভাবে বিদ্যুতের বিল বাড়িয়ে দিয়ে আমজনতার পকেট কাটছে। দাবি করা হয়েছে বিদ্যুতের বিল বাড়ানো যাবে না। পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখতে হবে। ঘন ঘন ঘন লোডশেডিং এর নামে মানুষকে এই গরমের ব্যতিব্যস্ত গড়ে তুলছে। লোডশেডিং বন্ধ করারও দাবি তোলা হয়েছে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। পরবর্তী সময়ে সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য শুভ চক্রবর্তী নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের মহকুমা সিনিয়র ম্যানেজার কিরন্ময় চক্রবর্তী নিকট স্মার্ট মিটার বন্ধ করা, বিদ্যুতের দাম কমানো ও নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখার দাবি জানানো হয়।

৭৭৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত

● প্রথম পাতার পর

তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে কীভাবে দেশে দুর্নীতি কেলেঙ্কারি হয়েছিল সেটা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। আর ২০১৮ সালের আগে ত্রিপুরা রাজ্যেও একই ঘটনা ঘটেছিল। তারা শুধু জনজাতি সম্প্রদায়কে ভোট ব্যাংক রাজনীতির জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার জনজাতি সহ সকল অংশের জনগণের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে। জনজাতিদের আত্মনির্ভর করার ভাবনা নিয়ে কাজ করছে এই সরকার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে মন কি বাত কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করছেন, আমরাও সেই দিশায় কাজ করছি। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বহু জনমুখী প্রকল্প রয়েছে। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণে প্রচুর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসকল প্রকল্প ঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে কিনা সেটাও নজর রেখে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরও বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমান রাজ্য সরকার পানীয় জল থেকে শুরু করে জনজাতি শিক্ষার্থীদের হোস্টেল, জনজাতিদের জন্য বহুমুখী বিপণন কেন্দ্র, জমির পাট্টা প্রদান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, সড়ক নির্মাণ সহ বিভিন্ন সুবিধাভোগী স্কিম প্রদানের ব্যবস্থা করছে। ধরতি আভা জন ভাগিদারী অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের ৮টি জেলায় ৫২টি ব্লকের ৩৯২টি রাজস্ব গ্রামে ৭৭৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি উপকৃত হবে। এই কার্যক্রমে রাজ্যের ২০টি দপ্তরকে যুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পরই ব্রু শরণার্থীদের দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছরের সমস্যা সমাধানে সদর্থক উদ্যোগ নিয়েছিল। অথচ পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে ক্রমাগত অবহেলা করেছিল এবং তাদের সমস্যা সমাধানে কোন ধরণের উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের সরকার তাদের সমস্যা সমাধান করে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। যদিও তাদের কিছু সমস্যা রয়েছে বলে তারা আমাকে অবহিত করেছেন। তাই তাদের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করে সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমি অবগত হই। আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য সম্প্রতি একটি চিঠি পাঠিয়েছি। ডাঃ সাহা আরো জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার সরকারি চাকরি প্রদান করেছে এই সরকার। এছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরো অনেককে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাধিপতি বিশ্বজিত শীল, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব কে শশী কুমার, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও পদস্থ আধিকারিকগন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পে বেনিফিসিয়ারীদের হাতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

২০৭ কেজি গাঁজা

● প্রথম পাতার পর

অধিকারিক জানিয়েছেন, গাঁজাগুলি পুলিশি হেফাজতে গিয়ে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে

● প্রথম পাতার পর

করে বন্যা হলে কিংবা সামান্য বৃষ্টিতেই নদীতে তলে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ সড়কটির। এটিই এলাকার একটি মাত্র সড়ক। যা বন্ধ হয়ে গেলে , বিপদে পড়বে এখানকার স্থানীয় কৃষক থেকে শুরু করে স্থানীয়রা। জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীরা বিপদে পড়তে পারেন।

কোন জরুরি অবস্থা হলে গাড়ি প্রবেশ করে না গ্রামটিতে। দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কারের দাবি জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা। তারা জানান ভাঙন রোদে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সোনামুড়া — আগরতলা সড়ক অবরোধ করবে তারা।

দুই লক্ষাধিক টাকার গাঁজা

● প্রথম পাতার পর

বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা। আটককৃতরা হলো, রঞ্জিত কুমার সাহানি (৩০), রুচি কুমারী (২০), পিঙ্কি দেবী (২৫), লক্ষ্মী দেবী (২৪), রূপা দেবী (২৮)।

এই ঘটনায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যান দুর্ঘটনায় আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি হলো পথচারী রাজীব পোদ্দার (৪৫) ও বাইক চালক মোন রিয়াং (২৪)। বর্তমানে দুইজন শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

প্রতিবাদে সরব কংগ্রেসও

● প্রথম পাতার পর

পকেট কাটার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যুৎ বিলে হাজার হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, জনগণের আয় নেই। তার উপর সরকারের এই স্মার্ট মিটারের বাড়তি চাপ এসে পড়েছে। সরকারের তরফ থেকে জনগণকে আগাম না জানিয়ে বিদ্যুতের বিলে হাজার হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ সরব হয়েছে সদর জেলা কংগ্রেস। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচীতে স্মার্ট মিটার বন্ধ করা, বিদ্যুতের দাম কমানো ও নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখার দাবি জানানো হয়।

এদিকে, বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রতিবাদে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান রাজ্যে সরকার এই রাজ্যের জনগণকে ঘুমে রেখে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করেছে।

বর্তমানে স্মার্ট মিটার ব্যবহার করতে বিদ্যুৎ দপ্তর তার কাজ শুরু করেছেন। রাজ্যের মানুষের কথা মাথায় না রেখে জনগণকে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ফেলে স্মার্ট মিটার ব্যবহার করতে চাপ দিচ্ছে। যাতে করে রাজ্যে যে গরিব অংশের মানুষ আছে তাদেরকে আরও গরিব করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এমনটাই অভিযোগ করলেন সোমবার দুপুরে আয়োজিত বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের কর্মসূচি থেকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা।

মূলত ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিদ্যুৎ দপ্তর অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিশালগড় জেলা কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি দ্রুত বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করা বন্ধ করতে হবে এবং স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে এবং স্মার্ট মিটার বন্ধের প্রতিবাদে সোনামুড়া জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় সোনামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে। সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, আজকের এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে সোনামুড়া বাজার নেতাজি চৌমুহনী থেকে মিছিল করে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে উপস্থিত হন। সেখান থেকে প্রতিনিধিমূলক প্রতিবাদ বিক্ষোভ জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক এর সঙ্গে। স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে, বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করতে হবে, সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে বলে স্লোগান দিতে থাকেন তারা। এই বিলের প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস গর্জে উঠেছে আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন করবে বলে সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস জানিয়েছে।

অপরদিকে, সোমবার ধর্মনগরেও স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হয়। বেলা বারোটায় ধর্মনগরে জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বৃষ্টির মধ্যেই শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে গিয়ে রাস্তা অবরোধ করে ধর্ণায় বসে। বিদ্যুৎ পরিষেবার নানান অনিয়ম, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে ধর্মনগর বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।

পরে একটি প্রতিনিধি দল ধর্মনগর বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজার বিরজিৎ পালের হাতে ছয় দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিন নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, স্মার্ট মিটার লাগানোর পর আগের তুলনায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ বিল বেড়েছে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট মিটার লাগানো প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা শুভঙ্কর অধিকারী সরকারের প্রতি সরাসরি অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০ শতাংশ কমিশন নিয়ে স্মার্ট মিটার বসাচ্ছে। অবিলম্বে এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল গ্রহন বন্ধ না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন নেতৃত্বরা।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় চক্রবর্তী, যুব কংগ্রেস জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

সোমবার আগরতলায় সিপিআইয়ের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ধানমন্ত্রী দৃষ্টিশ্রয় কেন্দ্র এর ৭৫তম শাখা উদ্বোধন হতে চলেছে বাদায়ুনে, বি. এল. ভার্মা রাখবেন এর শুভ উদ্বোধন

বাদায়ুন, ১৪ জুলাই : ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামীকাল, ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে উত্তরপ্রদেশের বাদায়ুনে উদ্বোধন হতে চলেছে দেশের ৭৫তম প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টিশ্রয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে বাদায়ুনের সরকারি মেডিকেল কলেজে। কেন্দ্রটির উদ্বোধন করবেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি. এল. ভার্মা। তার সঙ্গে থাকবেন মন্ত্রকের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এলিমকো —এর প্রতিনিধিরা, জেলা প্রশাসনের সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পিএমডিকে প্রকল্পটি প্রতিবন্ধী (দ্ব্যাংজন) ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এক ছাতার নিচে একাধিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি শারীরিক মূল্যায়ন, কাউন্সেলিং, যন্ত্রপাতি বিতরণ এবং পরবর্তী পর্যায়ের সহায়তা প্রদান করে। কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে এলিমকোর মাধ্যমে, যা একটি কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ পাবলিক সেক্টর ইউনিট এবং প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ তৈরির জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠান।

বাদায়ুনের নবনির্মিত পিএমডিকেকেন্দ্রটি 'এডিআইপি স্কিম' ও 'রাষ্ট্রীয় বয়ঃশ্রী যোজনা'র আওতায় প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন হুইলচেয়ার, ট্রাইসাইকেল, কৃত্রিম অঙ্গ, হিয়ারিং এইড, ওয়াকার এবং অন্যান্য চলাচলের সহায়ক সরঞ্জাম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করবে। এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হয়ে উঠবে, যারা এতদিন এই ধরনের সেবা পেতে দূরবর্তী শহরে যেতে বাধ্য হতেন। এই কেন্দ্রটি চালুর মাধ্যমে এখন দেশে মোট ৭৫টি পিএমডিকে কার্যকরভাবে চালু হলো। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই ১.৪০ লাখেরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং ১৭৯.১৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সহায়ক যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। বাদায়ুনের এই কেন্দ্রটি বিশেষত অঞ্চলটির স্থানীয় সুবিধাভোগীদের জন্য একটি বড় উপকার আনবে। এটি যাতায়াতের ঝামেলা কমাবে, সেবা সহজলভ্য করবে এবং প্রাপ্যদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ও সময়োপযোগী পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার ' অ্যাক্সেসিবাল ইন্ডিয়া এম্পাওয়ার্ড ইন্ডিয়া ' বা "সুগম ভারত, শক্তিশালী ভারত" উদ্যোগকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরবিচারে কাজ করে চলেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং শেষ প্রান্তিকের নাগরিকদের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পিএমডিকে প্রকল্প একটি কার্যকরী মডেল হয়ে উঠেছে। বি. এল. ভার্মা এ বিষয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের জন্য এই ধরনের প্রকল্পগুলি সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন এবং আমরা এই ধরনের আরও বহু কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এসইসিএল সদর দফতরে উদ্বোধন হলো কয়লা ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ মহিলা-পরিচালিত ডিসপেনসারি

বিলাসপুর, ১৪ জুলাই :মহিলা ক্ষমতায়নের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো সাউথ ইস্টার্ন কয়লফিল্ডস লিমিটেড। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো কয়লা ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ মহিলা-পরিচালিত ডিসপেনসারি এসইসিএল সদর দফতরের অন্তর্গত বসন্ত বিহার ডিসপেনসারি। ডিসপেনসারিটির উদ্বোধন করেন সিইসিএলের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরীশ দুহান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রযুক্তি ও প্রকল্প পরিকল্পনা) এন. ফ্র্যাঙ্কলিন জয়কুমার, পরিচালক (মানবসম্পদ)বিরঞ্চি দাস, পরিচালক (অর্থ)ডি. সুনীল কুমার, এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার হিমাংশু জৈন সহ সংস্থার অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা। ডিসপেনসারিটি এখন থেকে সম্পূর্ণরূপে একটি ১৪ জন মহিলা কর্মী দ্বারা পরিচালিত হবে, যাদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট এবং সহায়ক কর্মীরা। এই উদ্যোগ কেবলমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করবে না, বরং মহিলাদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতাকেও তুলে ধরবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৭ জুলাই গান্ধীগ্রাম বিদ্যালয় মাঠে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগামী ১৭ জুলাই বামুটিয়া ব্লকের গান্ধীগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপর এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব শুভকরানন্দ মহারাজ, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটসের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

বিহার এস.আই.আর. ৬৬.১৬ শতাংশ গণনার ফর্ম সংগ্রহ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই: বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস.আই.আর.) প্রক্রিয়ায় বিহারের ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ৭৭,৮৯৫ জন বি.এল.ও., নবনিযুক্ত ২০,৬০৩ জন বি.এল.ও., অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রম, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী (পি.ডব্লিউ.ডি.), অসুস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় নিয়োজিত ৪ লক্ষের বেশি স্বেচ্ছাসেবক এবং সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ১.৫৬ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট (বি.এল.এ.)-এর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ ৬৬.১৬ু এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এখনও ভোটারদের হাতে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য আরও ১৫ দিন বাকি রয়েছে।

আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিহারে মোট ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ (প্রায় ৭.৯০ কোটি) ভোটারের মধ্যে ৫,২২,৪৪,৯৫৬টি এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে, যা মোট ভোটারের ৬৬.১৬ শতাংশ। এই সংগ্রহটি গত ১৬ দিনে সম্পন্ন হয়েছে, ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে এসআইআর নির্দেশিকা জারির পর থেকে।

মাঠপর্যায়ে এই গতি বজায় থাকলে নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্থাৎ ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে এই গণনার ফর্ম সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। গত ১৬ দিনে, এসআইআর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে মোট ৭.৯০ কোটি ফর্ম ছাপানো হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ ফর্ম (৭.৭১ কোটি) ইতোমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে তাদের কাছে যাদের নাম ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের নির্বাচনী তালিকায় ছিল, অর্থাৎ এসআইআর নির্দেশিকার দিনে।

দিল্লিতে শুরু হয়েছে এশিয়া-প্যাসিফিক কর্মশালা; তথ্য নৈতিকতা, শাসন ও গুণমান নিয়ে তিনদিনব্যাপী অধিবেশন

নতুন দিল্লি, ১৪ জুলাই : পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক এবং তার অধীনস্থ জাতীয় পরিসংখ্যান প্রশিক্ষণ একাডেমি আজ থেকে তিনদিনব্যাপী (১৪---১৬ জুলাই) একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করেছে, যার উদ্দেশ্য তথ্য নৈতিকতা, শাসনব্যবস্থা এবং সরকারি পরিসংখ্যানের গুণমানের উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা। "ডাটা এথিক্স, গভর্নেন্স, এন্ড কোয়ালিটি ইন এ চেঞ্জিং ডাটা ইকোসিস্টেম " শীর্ষক এই কর্মশালা জাতিসংঘের পরিসংখ্যান প্রশিক্ষণ সংস্থা ইউএন এসআইএপি এবং জাতিসংঘ পরিসংখ্যান বিভাগ-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে অংশ নিয়েছে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ১৬টি দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা।

এই কর্মশালা ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা সরকারি পরিসংখ্যান খাতে তার আঞ্চলিক নেতৃত্ব, ভবিষ্যত-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্যভিত্তিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। এনএসএসটিএ এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্তরে এমন একটি উচ্চপর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করল। এতে অংশ নিচ্ছেন ভুটান, কম্বোডিয়া, ফিজি, জর্জিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, তিমোর-লেস্টে এবং ভিয়েতনামের পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় পরিসংখ্যানবিদরা।

কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এমওএসপিআই -র সচিব ড. সৌরভ গার্গ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউএনআরসি ভারতের আবাসিক সমন্বয়কারী শোম্বি শার্প, ইউএন এসআইএপি -এর ডিরেক্টর ড. শৈলজা শর্মা, ইউএনএসডি -এর প্রতিনিধিরা গ্যাব্রিয়েল গামেজ ও ম্যাথিয়াস রিস্টার, পাশাপাশি এমওএসপিআই -এর ডেটা গভর্ন্যান্স ও প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে বিভিন্ন ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

ড. সৌরভ গার্গ বলেন, "বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বে ব্যবহারকারীদের চাহিদা এবং প্রত্যাশা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বাস্তবতায় তথ্যের গুণমান, নৈতিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা এবং আস্থার ওপর ভিত্তি করে সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে।" তিনি এমওএসপিআই -র সাম্প্রতিক কিছু উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন যেমন, পরিসংখ্যান মানদণ্ড, আন্তঃকার্যক্ষমতা, হারমোনাইজেশন এবং তথ্যের সহজলভ্যতা। তিনি বলেন, এনএসও-দের 'ডেটা স্টুয়ার্ডশিপ' ভূমিকা পালন করতে হবে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আস্থা ও মানের কাঠামো।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী শোম্বি শার্প ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "ভারতই প্রথম দেশ যারা উপ-জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য সূচক কাঠামো তৈরি করেছে। এটি ভারতের তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণে নেতৃত্বের একটি মাইলফলক।" তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বব্যাপী বহু এসডিজি লক্ষ্যপূরণ এখনও পিছিয়ে রয়েছে, যা আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ইউএন এসআইএপি -এর ডিরেক্টর ড. শৈলজা শর্মা বলেন, "এই 'ডেটা যুগে' নৈতিক নিরাপত্তা কাঠামো এবং বিস্তারিত বা বিভাজিত তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে।" তিনি এনএসএসটিএ এবং এমওএসপিআই -কে এই আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতার আশা প্রকাশ করেন। ইউএনএসডি -এর প্রতিনিধিরা গ্যাব্রিয়েল গামেজ ও ম্যাথিয়াস রিস্টার বলেন, এই কর্মশালা সময়োপযোগী এবং এটি সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শাসন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং গুণগত উন্নয়নের নতুন চিন্তা ও উদ্যোগের সুযোগ করে দেবে। এই কর্মশালাটি চারটি মূল থিমকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে, যার প্রতিটিই বর্তমান পরিসংখ্যানিক চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রথমত, আলোচিত হচ্ছে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাগুলির পরিবর্তিত ভূমিকা ও দায়িত্ব। তথ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণে এনএসও-দের কেবল তথ্য সংগ্রাহক নয়, বরং 'ডেটা স্টুয়ার্ড' হিসেবে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কর্মশালায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাঠামো আধুনিকীকরণের ওপর, যাতে এনএসও-গুলো সময়োপযোগী, প্রযুক্তিসম্পন্ন ও নমনীয় সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

তৃতীয় থিমটি সরকারি পরিসংখ্যানের গুণমান নিশ্চিতকরণ ও মানদণ্ড সংক্রান্ত। বিশ্বস্ততা ও প্রামাণিকতা বজায় রাখতে গুণগত মান ও স্বচ্ছতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই থিমে তথ্য যাচাই, নির্ভরযোগ্যতা, ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। চতুর্থ ও শেষ থিমটি আধুনিক পরিসংখ্যান উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি গ্রহণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং প্রভৃতির ব্যবহার এবং তাদের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়।

সময় দিয়ে সাক্ষাৎ না করায় সোনামুড়া মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার মঞ্চের তীব্র অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ জুলাই: সোনামুড়া মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছে নাগরিক অধিকার মঞ্চ। সংগঠনের অভিযোগ আগেই নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আজ বিকাল ৪টায় ডেপুটেশন দেওয়ার কথা থাকলেও,সেই সময় মহকুমাশাসক তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, তাঁরা ৪ জুলাই সাক্ষাতের জন্য আবেদন করেছিলেন। প্রায় দশদিন অপেক্ষার পর নির্ধারিত সময়ে ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়েও সাক্ষাৎ না হওয়ায় তারা প্রতারিত বোধ করছেন। এই অভিযোগ তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

নাগরিক অধিকার মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডেপুটেশনের বিষয়বস্তু ছিল জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্যা ও দুর্ভোগের উপর ভিত্তি করে। দাবিগুলো হলো, সরকারি দপ্তরে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করা: আধার কার্ড, পিআরটিসি, বিবাহ শংসাপত্র,জাতিগত সার্টিফিকেট (ছস্খ/ষ্ট/ঞ্জক্ষ্খ), ও রেশন কার্ড তৈরিতে যেন দালালচক্র না চলে এবং সরাসরি ও দ্রুত পরিষেবা প্রদান করা হয়। গোমতী নদীর ঝুলন্ত সেতুর জরুরি সংস্কার শহর সংযোগকারী একমাত্র সেতুটি বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায়।প্রতিদিন স্কুলপড়ুয়া ও সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছে। দেরি না করে অবিলম্বে মেরামত শুরু করার দাবি জানিয়েছে মঞ্চ।

এছাড়াও ইভ-টিজিং প্রতিরোধে ব্যবস্থা সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে কিছু দুষ্কৃতকারী ছাত্রীদের হয়রান করছে। ছাত্রীদের নিরাপত্তায় কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। সীমান্তে কৃষকদের হয়রানির অভিযোগ বিএসএফ-এর কিছু সদস্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে চাষ করতে যাওয়া কৃষকদের বাধা ও হয়রানি করছেন বলে অভিযোগ।

এই অবস্থা বন্ধে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছে নাগরিক মঞ্চ।বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার সংস্কার মেলাঘর-সোনামুড়া সড়ক দ্রুত শেষ করা এবং বড়নারায়ণ এলাকার বন্যায় ভেঙে যাওয়া রাস্তাটি এখনো সংস্কার না করায়,ওই এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

নাগরিক অধিকার মঞ্চ জানিয়েছে, মহকুমা শাসক যদি নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ না করেন এবং জনগণের দাবিকে গুরুত্ব না দেন,তাহলে তারা জেলা শাসকের দ্বারস্থ হবেন এবং গণ আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

তহশিলের রেভিনিউজ সার্কেল পরিবর্তনে কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করার দাবিতে ডেপুটেশন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই: তেলিয়ামুড়া মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকার জনগণের সুবিধার্থে তহশিলের রেভিনিউজ সার্কেল পরিবর্তনে কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করার দাবিতে এবার মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটি।

তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার তিন নং ওয়ার্ডের রাজনগর সুকান্ত পল্লী ও ৪ নং ওয়ার্ডের রাজনগর দশমীঘাট এবং নেতাজি নগর এলাকার ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড কৃষ্ণপুর তহশিলের অন্তর্গত যা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে এবং গামাইবাড়ি আর.এফ-এর ১৫ নং ওয়ার্ডের তহশীল হাওয়াইবাড়ি, যা তেলিয়ামুড়া শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওই সকল এলাকার জনগণকে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে তহশিল ও রেভিনিউ সার্কেলের কাজ করতে হয় যা অনেকটা কষ্টসাধ্য ও ব্যায় বহুল।

তাই ঐসব এলাকার জনগণের সুবিধার্থে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উক্ত ওয়ার্ডগুলিকে তেলিয়ামুড়া তহশিলের সাথে যুক্ত করে রেভিনিউ সার্কেল পরিবর্তনের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার দাবিতে এদিন এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এই ডেপুটেশন প্রদানকালে এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্ব সুবীর সেন, বিজয় মোদক, মলয় দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে পরিচালনা করা বিষয়ক তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং রাজস্ব দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে "ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালস' বিষয়ক তিনদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজ থেকে শুরু হয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জি.বি.পি. হাসপাতালে লেকচার হলে আয়োজিত এই কর্মশালায় রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশেই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কিভাবে সুচারুভাবে পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির কারিগরী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সক্রিয় সহযোগিতায় রয়েছেন নিউদিল্লিস্থিত জিও হ্যাজার্ড সোসাইটি।

উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজস্ব দপ্তরের অধিকর্তা জে. ভানলাল দুয়াতি। এই কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) তপন কুমার মজুমদার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডা.) অনুপ কুমার সাহা, জি.বি.পি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. কনক চৌধুরী, স্টেট প্রজেক্ট অফিসার ডিজাটার্স ম্যানেজমেন্ট শরৎ দাস এবং নিউদিল্লিস্থিত জিও হ্যাজার্ড সোসাইটির অধিকর্তা ডা. হরি কুমার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. সৌমিত্র মল্লিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ডিজাটার্স ম্যানেজমেন্টের নোডাল অফিসার ডা. নির্মল সরকার।

রাজ্যে ক্রমবর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে কুমারঘাটে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৪ জুলাই : রাজ্যে ক্রমবর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে পাবিয়াছড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে কুমারঘাট শহরের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কুমারঘাট বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিজিএম অফিসে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে আইনের শাসন নেই। এমনকি, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা হুজুতি প্রতিনিয়ত হচ্ছে। তারউপর রাজ্যে নারী নির্যাতনের হার দিন দিন বাড়ছে। এরই মধ্যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তাঁদের দাবিগুলো হল, স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করতে হবে, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা হুজুতি প্রতিনিয়ত হচ্ছে সেটা অতিসত্বর বন্ধ করতে হবে। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংকল, রাজ্য নেতৃত্ব তরুণ সাহা, ,জেলা নেতৃত্ব সমীরন দাস, রিন্টুলাল দেব, সৌরভ চক্রবর্তী, ব্লক সভাপতি অসিত দেব, যুগল মালাকার , সহ মহকুমা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ।

নেশাসামগ্রী বোঝাই একটি গাড়ি সহ দুই যুবককে আটক করল স্থানীয়রা

আগরতলা, ১৪ জুলাই: নেশাসামগ্রী বোঝাই একটি গাড়ি সহ দুই যুবককে আটক করল স্থানীয়রা। ঘটনা রবিবার রাত প্রায় ১১ টা নাগাদ রাজধানীর দশমীঘাট ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। আটককৃত ২ যুবককে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার রাতে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা একটি সন্দেহজনক গাড়িকে দশমী ঘাট এলাকায় দেখে। গাড়িতে তারা লক্ষ্য করে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ বোঝাই করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশকে খবর দেয় তারা। ঘটনার খবর পেয়ে বটতলা ফাঁড়ি থানার এস আই মানিক বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। টিআর০১- বিজি- ০৩০২ নাম্বারের একটি মারুতি ওমনি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে থাকা দুজন যুবক মদন সরকার এবং আকাশ সরকারকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ততে পুলিশ জানিয়েছে গাড়িতে প্রায় ১০০ বোতলের ওপর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশি মদ রয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৬০-৭০ হাজার টাকা হতে পারে। দুই যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইন পদক্ষেপ নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

এদিকে দশমীঘাট ক্লাবের সদস্যরা জানান, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়কের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের এই নেশাবিরোধী অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে।

সামাজিক মাধ্যমে সাব্রুম থানার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন এক যুবক, পরবর্তীতে ক্ষমা চাইলেন প্রকাশ্যে

আগরতলা, ১৪ জুলাই : আজ সকালে সামাজিক মাধ্যমে সাব্রুম থানার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন লুধুয়া এলাকার তেজেন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক যুবক। পরবর্তী সময়ে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চাইলেন পুলিশের কাছে ওই যুবক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৩ জুলাই লুধুয়া এলাকায় একটি মালবাহী গাড়ির সাথে বাইকের ধাক্কা লাগে এতে করে বাইকের পেছনে থাকা সমির ত্রিপুরা নামে এক যুবককের পায়ে আঘাত লাগে। তাকে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং এই দুর্ঘটনার পর গাড়িচালক ওই যুবককে বলে যে তার যা চিকিৎসার জন্য খরচ হবে তা সম্পন্ন বহন করবে গাড়ির মালিক। কিন্তু ঘটনার পর গাড়ির মালিক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা যে পরিমাণ খরচ দাবি করে তা দিতে অস্বীকার করে।

গাড়ির মালিক জানায়, চিকিৎসার যা খরচ হয়েছে তা দেবে তার থেকে বেশি টাকা দিতে পারবে না দুর্ঘটনায় আহত যুবককে। আর না হলে আইন অনুযায়ী সাব্রুম থানা যে ব্যবস্থা নেবে তা মেনে নেবে গাড়ির মালিক। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনা না জেনে লুধুয়া এলাকার বাসিন্দা তেজেন্দ্র ত্রিপুরা ১৪ জুলাই সকাল বেলা ফেসবুকে এসে সাব্রুম থানার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তেজেন্দ্র ত্রিপুরা দুর্ঘটনায় আহত তার ভাগিনা সমীর ত্রিপুরাকে নিয়ে থানায় এসে সমস্ত বিষয় জানার পর এবং গাড়ির মালিকের সাথে কথা বলার সে তার যে বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছিল তা ভুল হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন এবং প্রকাশ্যে ক্ষমাও চাইলেন সাব্রুম থানার পুলিশের কাছে।

বর্তমান সময়ে সামাজিক কাজে প্রতিটি ক্লাব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে: সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৪ জুলাই: 'স্বপ্ন উড়ান' — এই থিমের উপর ভিত্তি করে এবারে সজ্জিত হবে শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দলের দুর্গোৎসবের পুজো প্যান্ডেল। আজ খুঁটি পুজোর মাধ্যমে শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দলের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য বলেন, একটা সময় রাজ্যের ক্লাবগুলিতে দেখা যেত কোন ক্লাবে কত পেশীর বল রয়েছে, কার ক্লাবে কত অস্ত্রের ঝংকার ? কিন্তু বর্তমানে এই প্রথা পাল্টে দিয়েছে বিজেপি সরকার। বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় কোন ক্লাব কত বেশি সামাজিক কাজে এগিয়ে রয়েছে তার প্রতিযোগিতা। ক্লাবগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণ সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ক্লাবগুলিতে পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। এতেই প্রমাণ হয় নারীদের কতটুকু অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। আগে এসব কল্পনার বাইরে ছিল।

তিনি আরো বলেন, রাজধানীর বনেদি ক্লাবগুলির মধ্যে শিবনগর মর্ডান ক্লাব ও আমরা তরুণ সংঘ অন্যতম। সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ক্লাবগুলোর পূজো নিয়ে আলাদা উন্মাদনা কাজ করে। প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্যবাসীকে এক মনোমুগ্ধকর দুর্গোৎসব উপহার দেবে ক্লাব, এমনটাই আশা ব্যক্ত করেছেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য। উল্লেখ্য শিবনগর মডার্ন ক্লাবের এবছরের দুর্গোৎসবের বাজেট ৩০ লক্ষ টাকা।

পুর নিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অভয়নগর বাজারে বনমহোৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগরতলা পুর নিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অভয়নগর বাজারে সোমবার বনমহোৎসব পালন করা হয়। সোমবার পুরনিগমের ১১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত অভয়নগর বাজারে বনমহোৎসব পালন করা হয়। বন মহোৎসব কর্মসূচিতে বৃক্ষরোপন করেন ১১ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।

এদিন বনমহোৎসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ বলেন আগরতলা পুরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডেই গাছ লালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই অভয়নগর বাজারে বনমহোৎসব পালন করা হয়। বৃক্ষ রোপনের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ হিসেবেই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। শুধু বৃক্ষরোপণ নয় বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলকে যত্নশীল হওয়ার প্রতিও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

জরাজীর্ণ অবস্থায় খোয়াই টাউন হল, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: খোয়াই পুরাতন টাউন হল জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। মেরামতের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পুর পরিষদ। খোয়াই টাউন হল এক সময় খোয়াই শহরকে সংস্কৃতি শহরের তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আজকের দিনে যারা অনেক বড় বড় শিল্পী, তারাও এই টাউনহলের বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড পরিবেশন করে রাজ্যে এবং দেশের কাছে প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন। এই টাউন হল আজ জরাজীর্ণ অবস্থা পরিণত হয়েছে। গতকাল রাজ্যের বিখ্যাত একটি নাট্য দলের নাটক চলাকালীন সময় ওপর থেকে ঝরঝর করে বৃষ্টির জল পড়েছে। মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই পৌর পরিষদের। অথচ এই নাটকের অনুষ্ঠানে পৌর পরিষদের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও উপস্থিত ছিলেন এই জরাজীর্ণ টাউন হলের মধ্যে বৃষ্টি পড়ার সময়।

ক্রীড়াঙ্গন

রাখাল শীল্ড ফুটবলের ৩য় কোয়ার্টার ফাইনালে নাইন বুলেটস - লালবাহাদুর মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মনিপুর মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলার রয়েছে নাইন বুলেটস টিমে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) মরশুমে প্রথম মাঠে নামছে। মুখোমুখি লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার। রাজ্যের এবং বহিঃ রাজ্যের খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগারও। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। আগামীকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শেষ চার খেলার ছাড়পত্র পেতে দুই দলই মরীয়া। ১১ জুলাই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার ২-০ গোলের ব্যবধানে প্রাচীনতম ক্লাব বীরেন্দ্র ক্লাবকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মরশুমে এটি তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ হবে। মাঠের পরিবেশ কিছুটা অবগত হলেও যুবা ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দল লাইন বুলেটসও বিনা যুদ্ধে ১ ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। মোটকথা আগামীকালের লড়াই দু-দলের জন্যই সাফল্যের পথ প্রশস্ত করার লড়াই। নাইন বুলেটস কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছে তাদের দলে সকলেই অনূর্ধ ২২ বছরের প্লেয়ার। তাদের বিশ্বাস তারুন্যের পাশাপাশি প্রতিভাবানদের স্কিলে সাফল্য আসবেই। অপরদিকে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার তথা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকারের ক্লাবের টিম অবশ্যই ময়দানে একটি আলাদা তাৎপর্য বহন করে। মুখ্যত, খেলার মাঠে কোন দল কেমন খেলে তাই এখন দেখার বিষয়।

ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বার্ষিক সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল (মঙ্গলবার)। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের। আগামীকাল দুপুর ১২ টায় ভগৎ সিং যুব আবাসে হবে সভা। ক্রীড়া মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে। ওই সভায় আগামী অর্থবছরের ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বিভিন্ন আসরের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত হবে। ওই সভায় রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমার স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব এবং যুগ্ম সচিব-রা উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ড সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

শ্যামল চৌধুরী স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরীর পিতা প্রয়াত শ্যামল চৌধুরীর স্মৃতিতে এবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট।

টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা মজলিশপুর যুব মোর্চা মন্ডল। আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে জিরানিয়া শচীন্দ্রনগর সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ডে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট ১৬ টি দল। যে সমস্ত দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা ইতোমধ্যে এন্ট্রি ফি সহকারে নাম নথিভুক্ত করে নিয়েছেন।

সম্প্রতি আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান মজলিশপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি শিবায়ন দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদাস আরো জানান, টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ চার চাকার গাড়ি। তাছাড়া রানার্স দলকে দেওয়া হবে ট্রফি সহ বাইক। মূলতঃ যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে মাঠ মুখি করে তুলতেই যুব মোর্চার এ ধরনের উদ্যোগ।

মজলিশপুর যুব মোর্চা রাজ্য সরকারের নেশা মুক্ত ত্রিপুরার স্লোগানকে বাস্তবায়ন করতে প্রতিনিয়তই নানা ক্রীড়া কর্মসূচী সংগঠিত করে আসছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই শ্যামল চৌধুরী স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট।টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেটে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি প্রকাশ্যে

আরও সমস্যায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গত কয়েক বছরে তাদের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ থেকে শুরু করে ক্রিকেটের উন্নতির দিকে নজর না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ বার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। পাকিস্তানের অডিটর জেনারেল তাঁর রিপোর্টে এই আর্থিক দুর্নীতি ফাঁস করেছেন। মোট কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তা জানা না গেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

অডিটর জেনারেল তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন, এমন কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশি টাকা খরচ করা হয়েছে যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গত আর্থিক বছরে আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের খাওয়ার জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। করাচিতে হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে অনূর্ধ-১৬ স্তরে তিন কোচকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের বেতন বাবদ সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছে পাক বোর্ড।

২০২৪ সাল থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তিনি পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীও। তাঁর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত এক বছরে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের জন্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ করেছে বোর্ড। মিডিয়া সেন্টারের ডিরেক্টরের পিছনে মাসে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা করে খরচ করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান নকভির জন্যও যে টাকা খরচ হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গত এক বছরে তাঁর বিদেশ সফরে গিয়ে থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে বোর্ড। এক বছরে বোর্ডের বুলেটপ্রুফ গাড়ির তেলের জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ ও মালপত্র বহনের পিছনে প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

দেশের মাটিতে ম্যাচের সম্প্রচার স্বত্বের পিছনে লোকসান হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। বোর্ড জানিয়েছে, তাদের প্রায় ৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। সেই খরচ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অডিটর জেনারেল। গত তিনটে আইসিসি প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বও পেরোতে পারেনি পাকিস্তান। সেই কারণে চাপে রয়েছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। তার মধ্যে এই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় নকভিদের চাপ আরও বেড়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে এখনও বোর্ড কোনও মন্তব্য করেনি।

পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর আগেই শাস্তি সিরাজের! বড় সমস্যায় ভারতীয় পেসার

জল্পনা চলছিল। অবশেষে তা সত্যি হল। লর্ডসে পঞ্চম দিনের খেলা শুরু হওয়ার আগেই শাস্তি পেলেন ভারতের পেসার মহম্মদ সিরাজ। এই শাস্তির ফলে চাপ বেড়েছে সিরাজের উপর।

ইংল্যান্ডের ওপেনার বেন ডাকেটকে আউট করে তাঁকে ধাক্কা মারা ও উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বলায় শাস্তি পেয়েছেন সিরাজ। তাঁর ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দ্বিতীয় ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন সিরাজ।

জরিমানা বড় না হলেও ডিমেরিট পয়েন্ট সমস্যায় ফেলতে পারে সিরাজকে। ২৪ মাসের মধ্যে এটা তাঁর দ্বিতীয় ডিমেরিট পয়েন্ট। আর দু'বার যদি তিনি ডিমেরিট পয়েন্ট পান তা হলে একটা টেস্ট নির্বাসিত হতে হবে ভারতীয় পেসারকে। যে ভাবে তিনি মাঠে উত্তেজিত থাকছেন তাতে আম্পায়ারের নজরে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। নিজের মেজাজ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ভারতীয় পেসারকে।

রবিবার ইনিংসের শুরু থেকে সিরাজকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছিলেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার। ষষ্ঠ ওভারে সিরাজের বল পুল করেছিলেন ডাকেট। মিড অনে জসপ্রীত বুমরাহ ক্যাচ ধরে নেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকেটের সামনে গিয়ে 'কাম অন, কাম অন' বলে চিৎকার করতে থাকেন সিরাজ। যোগ দেন ভারতের বাকি ক্রিকেটারেরাও। ডাকেট অবশ্য পাল্টা কোনও উত্তর দেননি। তিনি সিরাজকে পাশ কাটিয়ে সাজঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখনই কাঁধ দিয়ে ডাকেটকে ধাক্কা মারেন সিরাজ। সেই অপরাধেরই শাস্তি পেতে হল তাঁকে।

কটাক্ষের ঝড়

লন্ডন: ক্রিকেটের থেকে তিনি আরেকটি সুযোগ চেয়েছিলেন। ক্রিকেট তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েওছিল। তবে করুণ নায়ার সেই সুযোগটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেন না। স্বপ্নের ঘরোয়া মরশুমের সুবাদে দীর্ঘ সময় পরে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েও করুণ ইংল্যান্ডে তিন টেস্ট খেলে একটিও অর্ধশতরান হাঁকাতে ব্যর্থ। ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা তাঁর জন্য বেশ ভালই হয়েছিল। লায়ান্সের বিরুদ্ধে ভারতীয় "এ" দলের হয়ে ডাবল হান্ড্রেড হাঁকিয়েছিলেন করুণ। আশা ছিল জাতীয় দলের হয়ে দ্বিতীয় সুযোগটা হয়তো হাতছাড়া করবেন না তিনি। তবে একাধিক ইনিংসে শুরুটা ভাল করেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের একটিতেও তিনি বড় রান হাঁকাতে ব্যর্থ। এরপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা এবং কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে করুণকে। কেউ খোঁচা দিয়ে লিখেছেন, "আর কত সুযোগ লাগবে করুণ ভাই?" তো কেউ আবার ক্ষুব্ধ হয়ে দাবি করেছেন তাঁকে যেন আর কোনওরকম সুযোগ দেওয়া না হয়।

ভারতে হকি দল না-ও পাঠাতে পারে পাকিস্তান, নিরপেক্ষ মাঠে এশিয়া কাপ খেলার দাবি পাক কর্তার

এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে আসতে না-ও পারে পাকিস্তান। নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার অভাবের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা। ভারতে এশিয়া কাপ এবং জুনিয়র বিশ্বকাপ খেলতে আসার কথা রয়েছে পাকিস্তানের। টালবাহানার পর ভারত সরকার আসার অনুমতিও দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আসবেই এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকা যুব উন্নয়ন এবং ক্রীড়া দফতরের চেয়ারম্যান রানা মাসুদ খান জানিয়েছেন, তাদের সরকার যাবতীয় নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে যদি সন্তুষ্ট হয় তা হলেই ভারতে আসবে। যদিও পরে সংবাদ সংস্থা এএফপি-র একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভারতে আসবে না পাকিস্তান।

তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সে কথা এখনও জানানো হয়নি।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকেই দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে। ক্রিকেটেও এশিয়া কাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ভারত আয়োজক হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে নিরপেক্ষ মাঠে খেলবে তারা। তবে বাকি খেলায় সেই সুযোগ নেই। বিশেষত যেগুলি অলিম্পিক্স স্পোর্টসের অন্তর্গত। অলিম্পিক্স চার্টার অনুযায়ী, কোনও দেশই রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে অন্য কোনও দেশের ক্রীড়াবিদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করতে পারে না। এই কাজ করলে ভবিষ্যতে কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে সমস্যায় পড়বে ভারত।

পাকিস্তান হকি সংস্থার সভাপতি আখতার রসুল চান, নিরপেক্ষ মাঠে খেলা আয়োজন করতে। পাকিস্তানের সংবাদপত্র 'ডন'-কে তিনি বলেছেন, "পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত-পাকিস্তানের যা সম্পর্ক, তাতে আমার মতে এশীয় হকি সংস্থার উচিত এই ম্যাচ নিরপেক্ষ মাঠে আয়োজন করা করা। আমাদের খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা মাথায় রাখা উচিত।"

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সিনার

একেই বলে মধুর প্রতিশোধ। ফরাসি ওপেনের ঐতিহাসিক ফাইনাল হারের যে জ্বালাটা ছিল, উইম্বলডনে এসে তার বদলা নিলেন ইয়ানিক সিনার। ঘাসের কোর্টে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে উড়িয়ে দিলেন তিনি। এই প্রথমবার উইম্বলডন জিতলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা সিনার। শুধু তিনি নিজে ঘাসের কোর্টের 'রাজা' হলেন না, এই প্রথমবার উইম্বলডন জিতলেন কোনও ইটালিয়ান টেনিস তারকা।

কথায় বলে শুরুটা দেখে দিন কেমন যাবে বোঝা যায়। সেন্টার কোর্টে সিনার যেভাবে শুরু করেছিলেন, তাতে তাঁর ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি নয়। প্রথম গেম পয়েন্টটা ঢুকেছিল আলকারাজের ঝুলিতে। সেখানে থেকে টানা তিনটি গেম জিতে কামব্যাক শুরু করেছিলেন সিনার। কিন্তু তারপর যেন আচমকাই খেই হারান। ফরাসি ওপেনের ফাইনালেও ঠিক একই ভুল করেছিলেন, ম্যাচের রাশ হঠাৎ হাতছাড়া করেছিলেন। উইম্বলডনের প্রথম সেটের মতো এবারও শুরুতে বাজিমাত করলেন আলকারাজ। সিনারের একের পর এক 'আনফোর্সড এরর'-এর সুযোগ নিয়ে ৬-৪ ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন। দ্বিতীয় সেটে সিনার আর কোনো ভুল করেননি। আলকারাজের ক্ষিপ্রতা, ফিটনেস বেশি। কোর্টের সব জায়গা জুড়ে খেলতে পারেন। সেখানে প্রথম থেকেই সিনার জোর দিচ্ছিলেন বেসলাইন থেকে খেলার। আলকারাজ তাঁকে ছুটিয়ে মারেন, ইটালিয়ান তারকা একাধিকবার কোর্টের মধ্যে পড়েও যান। কিন্তু তাতেও প্রথম সেটের মতো ভুলগুলো করেননি। বরং একের পর এক জোরালো ব্যাকহ্যান্ডে আলকারাজকে নাস্তানাবুদ করে দেন। সেভাবেই দ্বিতীয় সেট জেতেন ৬-৪ ব্যবধানে। স্প্যানিশ তারকাকে ব্রেক করার পাশাপাশি নিজের সার্ভিসও ধরে রাখেন। তৃতীয় সেট যেন এরই পুনরাবৃত্তি। এবারও সিনার সেট জেতেন ৬-৪ ব্যবধানে। চতুর্থ সেটে তবু মনে হচ্ছিল আলকারাজ কামব্যাক করতে পারবেন। কিন্তু এবারও শেষ হাসি সিনারের। ৬-৪ ব্যবধানে এই সেটও জিতে প্রথমবারের জন্য উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। উইম্বলডন জয়ের হ্যাটট্রিক করে বিয়ন বর্গ, রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচদের পাশে বসা হল না আলকারাজের। বরং নতুন 'রাজা' সিনারকে পেল উইম্বলডন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি

মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে বদলে গেল ছবিটা। ১ জুন মিউনিখের মাঠে ইন্টার মিলানকে ৫ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল প্যারিস সঁ জরমঁ। চওড়া হাসি ছিল কোচ লুই এনরিকের মুখে। ১৪ জুলাই সেই হাসি উধাও। আমেরিকার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে চেলসির কাছে ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর মেজাজ ধরে রাখতে পারলেন না এনরিকে। ফাইনালের আগে পিএসজি-কেই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন ধরেছিল সকলে। সেই কারণেই হয়তো হার হজম করতে পারছিলেন না এনরিকে। খেলা শেষে প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ালেন তিনি। মাঝে বিবাদ হল দু'দলের মধ্যে। এমনকি, চেলসির গোলদাতা জোয়াও পেদ্রোকে চড় মেরেছেন এনরিকে। সমালোচনার মুখে পড়েছেন পিএসজি-র কোচ।

ক্লাব বিশ্বকাপে যে ভাবে একের পর এক ভাল দলকে উড়িয়ে পিএসজি ফাইনালে পৌঁছেছিল, তাতে কিছুটা হলেও এগিয়ে ছিল তারা। সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি। তার আগে তাদের হাতে বিদায় নিয়েছিল লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। অন্য দিকে চেলসি নকআউটে বেনফিকা, পামেইরাস ও ফ্লুমিনেন্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। ধারেভারে তারা কখনওই পিএসজি-র ধারেকাছে নেই। সেই চেলসিই ফাইনালে চমকে দিল প্যারিসের ক্লাবকে।

চলতি মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে মোটামুটি খেলেছে চেলসি। পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে শেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের সাফল্য বলতে ছিল কনফারেন্স লিগ জেতা। সেই চেলসিই পিএসজি-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল। কোচ এঞ্জো মারেসকা মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে টেক্কা দিলেন এনরিকেকে।

প্রথমার্ধে ২২ মিনিটের মাথায় চেলসিকে এগিয়ে দেন কোল পামার। আট মিনিট পর আবার গোল করেন তিনি। জোড়া ধাক্কা সামলানোর আগেই প্রথমার্ধে তৃতীয় গোল খায় পিএসজি। এ বার পামারের পাস ধরে গোল করেন চেলসির নতুন ব্রাজিলীয় তারকা পেদ্রো। প্রথমার্ধে ৩-০ পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আর ফিরতে পারেনি পিএসজি। অনেক চেষ্টা করেও চেলসির গোলের মুখ খুলতে পারেনি তারা। অথচ বলের দখল থেকে শুরু করে গোল লক্ষ্য করে শট, সবই বেশি ছিল পিএসজি-র। কিন্তু কাজের কাজটাই করতে পারেননি আশরফ হাকিমি, উসমান দেম্বেলেরা।

খেলার শেষ দিকে চেলসির কুকুরেয়াকে চুল টেনে ফেলা দেওয়ায় লাল কার্ড দেখেন পিএসজি-র জোয়াও নেভেস। তখন থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। খেলা শেষে পেদ্রো গিয়ে এনরিকের সামনে উল্লাস শুরু করলে আর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি তিনি। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। পেদ্রোকে চড় মারেন এনরিকে। চেলসির ফুটবলার মাটিতে পড়ে যান। সতীর্থকে চড় খেতে দেখে চেলসির বাকি ফুটবলারেরা সেখানে চলে আসেন। দু'দলের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। জড়িয়ে পড়েন চেলসির কোচ মারেসকাও। এনরিকেকে সামলানো যাচ্ছিল না। বেশ কিছু ক্ষণ ধরে এই বিবাদ চলে।

শত বছরের সেরা বোলিং গড়ের রেকর্ড গড়লেন বোল্যান্ড

স্যাবাইনা পার্কের ম্যাচটিতে স্কট বোল্যান্ডকে খেলানো হচ্ছে নাথান লায়নের জায়গায়। সেই লায়ন, যাঁকে গত ১২ বছরে একবারও একাদশ থেকে বাদ দেয়নি অস্ট্রেলিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দিবারাত্রির ম্যাচটিতে নিজের কার্যকারিতা প্রমাণের সুযোগ একদমই হাতছাড়া করেননি বোল্যান্ড।

৩৬ বছর বয়সী এই পেসার ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩৪ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আর তাতে নাম লিখিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেটের শত বছরের এক রেকর্ডেও। গত ১১৫ বছরের মধ্যে বোল্যান্ডের বোলিং গড়ই টেস্টের সেরা।

বোল্যান্ডের এমন কীর্তির দিনে জ্যামাইকা টেস্টে ক্যারিবীয়দের চেয়ে ১৮১ রানে এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে ২২৫ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ করেছিল ১ উইকেটে ১৬। আজ দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাকি ৯ উইকেটে ১২৭ রান যোগ করতে পেরেছে স্বাগতিকেরা। 'অল-পেস অ্যাটাক' নিয়ে নামা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বোল্যান্ড নেন ৩ উইকেট, প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউড ২টি করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ ব্যাটসম্যান শামার জোসেফকে বোল্ড করে বোল্যান্ড বোলিং গড়ের নতুন কীর্তিতে নাম লেখান। ১৯১৫ সালের পর থেকে অন্তত ২০০০ বল করেছেনএমন বোলারদের মধ্যে বোল্যান্ডের গড়ই সেরা। ডানহাতি এ পেসার ১৪ টেস্টে ৫৯ উইকেট নিয়েছেন ১৭.৩৩ গড়ে। বোল্যান্ড ছাড়িয়ে গেছেন তাঁরই স্বদেশি ক্রিকেটার বার্ট আয়রনমঙ্গারকে। ১৯২৮-৩৩ সময়ে খেলা আয়রনমঙ্গার ১৪ টেস্টে ৭৪ উইকেট নিয়েছিলেন ১৭.৯৭ গড়ে। ১৯০০ সালের পর থেকে যাঁরা খেলছেন, তাঁদের মধ্যে শুধু ইংল্যান্ডের সিড বার্নেসের বোলিং গড়ই (১৬.৪৩ গড়ে ১৮৯ উইকেট) এর চেয়ে ভালো।

বোল্যান্ডের কীর্তির দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে ৮২ রানের। তবে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংয়ে বড় চ্যালেঞ্জেই পড়েছে কামিন্সের দল। ২৯ ওভার ব্যাট করে ৯৯ রান তুলতেই চলে গেছে ৬ উইকেট। তিনে নামা ক্যামেরন গ্রিন অপরাজিত আছেন সর্বোচ্চ ৪২ রান করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন আলজারি জোসেফ। প্রথম দুই ম্যাচে জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া।

কাশ্যপের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকার

রবিবার হঠাৎই দুঃসংবাদ দিলেন সাইনা নেওহাল। বিবাহবিচ্ছেদের কথা জানালেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা। পারুপাল্লি কাশ্যপের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সাইনার। কাশ্যপও ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়।

ইনস্টাগ্রামে বিবাহবিচ্ছেদের খবর জানিয়ে সাইনা লেখেন, "মাঝে মাঝে জীবন আমাদের ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। অনেক কিছু ভেবে পারুপাল্লি কাশ্যপ এবং আমি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিজেদের জন্য এবং পরস্পরের জন্য আমরা শান্তি, বৃদ্ধি এবং নিরাময়কে বেছে নিয়েছি। যে স্মৃতিগুলো রয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এর বেশি কিছু চাই না। আমাদের বোঝার জন্য এবং গোপনীয়তাকে সম্মান জানানোর জন্য ধন্যবাদ।"

২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিয়ে হয়েছিল সাইনা এবং কাশ্যপের। তারও প্রায় তিন বছর আগে থেকে দু'জনের সম্পর্ক ছিল। হায়দরাবাদে পুল্লেলা গোপীচন্দের অ্যাকাডেমিতে দু'জনেই এক সঙ্গে বড় হয়েছেন এবং ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে রাজত্ব করেছেন। সাইনার অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। একটা সময় তিনি বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় ছিলেন। কাশ্যপ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছেন।

বোর্ডকে ৩০০ কোটি টাকার ধাক্কা দিতে পারেন ভারত অধিনায়ক

ব্যাট হাতে একের পর এক রেকর্ড ভাঙার পাশাপাশি একের পর এক বিতর্কেও জড়িয়ে পড়ছেন শুভমন গিল। এ বার নতুন এক কাণ্ড করেছেন তিনি। তাঁর কাজে এ বার চাপে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি হতে পারে তাদের।

এজবাস্টনে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন ভারত ৮৩ ওভার ব্যাট করে ডিক্লেয়ার করে। ভারত কখন ডিক্লেয়ার করবে সে দিকেই সকলের নজর ছিল। কিন্তু একের পর এক ব্যাটার নামছিলেন। অবশেষে চা বিরতির পর আরও এক ঘণ্টা খেলে ডিক্লেয়ার করে ভারত। সাজঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে মাঠ থেকে রবীন্দ্র জাডেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে নেন শুভমন।

ভারত অধিনায়ক যখন দুই ক্রিকেটারকে ডাকছেন তখন তাঁর পরনে ছিল একটা কালো রঙের ইনার। তাতে ছিল নাইকি-এর লোগো। তাতেই সমস্যা হয়েছে। ভারতের পুরুষ, মহিলা ও যুব দলের কিট স্পনসর অ্যাডিডাস। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাদের। নাইকি ও অ্যাডিডাস দুই বিরোধী সংস্থা। বাজার দখলের লড়াই চলে তাদের মধ্যে। সেখানে অ্যাডিডাসের বিরোধী সংস্থার লোগো লাগানো পোশাক পরে বিতর্ক বাড়িয়েছেন শুভমন।

২০২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অ্যাডিডাসের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ভারতীয় বোর্ডের। প্রতি ম্যাচের জন্য বোর্ডকে ৭৫ লক্ষ টাকা করে দেবে তারা। ২০২৩ সালের জুন থেকে ২০২৮ সালের মার্চ, অর্থাৎ, চার বছর ন'মাসের জন্য বোর্ডকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা দিতে হবে তাদের। এই পরিস্থিতিতে ভারত অধিনায়ক তাদের বিরোধী সংস্থার লোগো লাগানো পোশাক পরলে তা ভাল ভাবে নেবে না অ্যাডিডাস। বোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে পারে তারা। যদি অ্যাডিডাস চুক্তি ভেঙে দেয় তা হলে অনেক লোকসান হবে বিসিসিআইয়ের।

এর আগে হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে দু'বার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন শুভমন। প্রথমে কালো রঙের মোজা পরে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। ক্রিকেটে সাদা রঙের মোজা ছাড়া কিছু পরা যায় না। পরের দিন অবশ্য সাদা মোজা পরে নামেন তিনি। ফিল্ডিং করার সময় জার্সির ভিতরে লাল রঙের একটা ইনার পরেছিলেন শুভমন। সেটাও টেস্টের নিয়মবিরুদ্ধ। সেই দুই ঘটনায় অবশ্য আইসিসি এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এ বার দেখার ভারতীয় বোর্ড শুভমনকে সতর্ক করে কি না।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

থ্যালাসেমিয়া নির্মূলে বিদ্যালয় স্তরে সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্মূলের অন্যতম উপায় হচ্ছে সচেতনতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা। পাশাপাশি সময়মতো রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা থ্যালাসেমিয়া রোগ মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রোটারি ক্লাব অব আগরতলার উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া রোগ বিষয়ক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের আলোচনাচক্র থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। রোটারি ক্লাবের মতো অন্যান্য সামাজিক সংস্থাগুলিও এগিয়ে আসলে থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে। থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীদের অসহায় অনুভব করার কোনও কারণ নেই। আগের থেকে জানা থাকলে এই রোগ প্রতিহত করা অনেকটাই সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, থ্যালাসেমিয়া সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা আলফা এবং বিটা থ্যালাসেমিয়া। এই রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন বা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন এই রোগের কার্যকর চিকিৎসা। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিকল্পে আগামীদিনে এই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের কথাও ভাবছে। স্বাস্থ্য দপ্তর বাল সেবা যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে আগামীদিনে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ নেবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উদযাপিত হয়। ঐদিন বিশ্বজুড়ে থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়। ভারতের প্রায় ৭০ হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং প্রায় ৪.২ কোটি থ্যালাসেমিয়ার বাহক রয়েছে। দেশে প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার শিশু বিটা থ্যালাসেমিয়ার মতো গুরুতর রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ২,৮৫৮ জন থ্যালাসেমিয়া রোগী রয়েছেন। খ্যালাসেমিয়া রোগ নির্মূলে বিদ্যালয় স্তর থেকে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রোটারি ক্লাব অব আগরতলার সভাপতি কিশলয় ঘোষ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে ডা. কামেশ্বর সিং এলামবাম প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ। আলোচনাচক্রে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক মুক্ত ক্যুইজের আয়োজন করা হয়।

নাইজেরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই।। নাইজেরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদু বুহারির প্রয়াণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বুহারির সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়কার সাক্ষাৎ ও আলোচনার কথা স্মরণ করে বলেন, বুহারি ছিলেন এক বিচক্ষণ, আন্তরিক এবং দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রনায়ক, যিনি ভারত ও নাইজেরিয়ার মধ্যকার মজবুত বন্ধুত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স (পূর্বে টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি শোকবার্তা পোস্ট করে লেখেন:

"নাইজেরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদু বুহারির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা আজও মনে আছে। তাঁর প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও ভারত-নাইজেরিয়া বন্ধুত্বের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। আমি ভারতের ১.৪ বিলিয়ন মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবার, নাইজেরিয়ার জনগণ এবং সরকারের প্রতি আমার হৃদয় থেকে সমবেদনা জানাই।"

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদু বুহারি ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রশাসনের সময় নাইজেরিয়া অর্থনীতি, সুরক্ষা ও পরিকাঠামোর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাক্ষী হয়। ভারত ও নাইজেরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এই সময় আরও দৃঢ় হয়, বিশেষত বাণিজ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট বুহারির মধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাক্ষাৎ হয়েছে, যার মধ্যে জি২০, আফ্রিকা-ইন্ডিয়া সামিট সহ অন্যান্য বহু বৈঠক উল্লেখযোগ্য। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আন্তরিক ও পেশাদার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককেও আরও শক্ত ভিত দেয়।

মুহাম্মাদু বুহারির প্রয়াণে শুধু নাইজেরিয়াই নয়, গোটা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নাইজেরিয়ার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবার ও দেশের জনগণের প্রতি শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারত ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বার্তায়।

সিপাহীজলা জেলায় মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ জুলাই: বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা জেলাশাসক কনফারেন্স হলে সোমবার দুপুরে রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সভাপতিত্বে জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এদিনের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, বিদায়িকা অন্তরা সরকার দেব। এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি গুলি কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। মাছের চাহিদা পূরণ করতে যে সমস্ত কর্মসূচি গুলি হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে চেয়ারম্যান

চলতি অর্থবছরে টিআইডিসির ৯ কোটি ৮৭ লাখ মুনাফা অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডকে একটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই নিগম গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ১৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আজ খেজুরবাগানস্থিত ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম রাজ্যের গ্রাম পাহাড় ও শহরাঞ্চলের বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার প্রয়াস নিয়েছে। এলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যুব ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা প্রকল্পটি আজ রাজ্যের যুবক যুবতীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাও চান রাজ্যের ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠুক। কারণ যুব সমাজ আত্মনির্ভর হয়ে উঠলেই দেশ তথা রাজ্য স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, শিল্প উন্নয়ন নিগম শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, নিগমের পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্প বান্ধব নীতি, বিনিয়োগ বান্ধব নীতি প্রণয়ন, বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোর পুনরুজ্জীবন, অচল ইউনিটগুলোর অধিগ্রহণ ও নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝে তা বরাদ্দ করা, ভাড়া আদায় বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে নিগম রাজ্যের ১৩টি শিল্প এলাকা (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট)-তে শিল্প স্থাপনের জন্য জমি ব্যবস্থাপনা ও বরাদ্দের কাজ পরিচালনা করছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আরও ৭টি নতুন শিল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বোধজংনগর, আরকে নগর, ডুকলি, নাগিছড়া, কুমারঘাট, ধর্মনগর, দেওয়ানপাসা, ধুজনগর ও সাড়াসীমা এই ৯টি শিল্প এলাকায় আধুনিক মানের শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৯৭৫.২৬ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে। ইতিমধ্যে এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও আরও ৪টি শিল্প এলাকা যথাক্রমে জলেফা (সাব্রুম), শান্তিরবাজার, লালছড়ি (আমবাসা) এবং ফটিকরায় এর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের এম এস এম ই মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, শান্তিরবাজার (নতুন রাবার পার্ক) ও ফটিকরায়ে নতুন শিল্পাঞ্চল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার জমি হস্তান্তর করেছে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য জরিপের কাজ শুরু হয়েছে। ২৪টি বন্ধ শিল্প ইউনিটের প্রায় ২৮ একর জমি পুনরুদ্ধার করে তা ব্যবহারযোগ্য করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ৪টি বন্ধ ইউনিট পুনরুজ্জীবিত করে সচল করা হয়েছে। বাধারঘাট ও এডিনগর শিল্প এলাকার "লিজ রেন্ট" পর্যালোচনা করে প্রতি বর্গফুট ৫ টাকা থেকে হ্রাস করে শুধু ৪৫ পয়সা করা হয়েছে। এর ফলে উক্ত শিল্প এলাকায় অবস্থিত প্রায় ৬০টি শিল্প ইউনিট উপকৃত হবে। তিনি বলেন, সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস দ্বারা সকল অনুমতি, লাইসেন্স, ছাড়পত্র, অনুমোদন ইত্যাদি একটি মাত্র ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। বোধজংনগর ও আরকে নগর শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৈশকালীন পুলিশি টহলদারির মাধ্যমে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। সকল শিল্পাঞ্চলে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এই নিগমকে "স্পেশাল আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি" হিসেবে ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চলগুলোতে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করেছে।

তিনি বলেন, নিগমের উদ্যোগে বর্তমানে আরকেনগর ও দেওয়ানপাসায় রাবার ভিত্তিক দুটি প্লাইউড কারখানা চলছে। আরও ৭ ইউনিট বাস্তবায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বেকাররা ব্যাঙ্ক থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাতে ঋণ নিতে পারে (গ্যারান্টি ছাড়া) তার জন্য নিগম উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ এই দুই অর্থবছরে ৬৭টি ইউনিটকে জমি/শেড প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্পের উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ৭৪০.৩৩ কোটি (২০২৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে এই নিগম ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭২ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ পুনরুদ্ধার করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.২০ কোটি টাকা লিজ রেন্ট রিকোভারি হয়েছে। ২০২৩-২৪ এ হয়েছে ৬.৩২ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ এ হয়েছে ৬.৫১ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ এর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৮ কোটি টাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে নিগমের এমডি ডা. শৈলেশ কুমার যাদব জানান, শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিকের জন্য এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে ১০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নতুন শিল্পাঞ্চলের জন্য রাজ্য সরকার থেকে ৬০০ একর জমি চাওয়া হয়েছে। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন নিগমের বোর্ড অব ডিরেক্টর মিহির সরকার ও মেঘনাথ সাহা।

জনবহুল এলাকায় পুলিশের বাড়িতেই চুরি, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্নে তীব্র ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। গতকাল রাতে কৈলাসহর পুর পরিষদের অন্তর্গত দুর্গাপুর এলাকায় একটি দোকানে চুরির ঘটনা চরম নিরাপত্তা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। দোকানটি অবস্থিত ছিল এক পুলিশকর্মীর বাড়ির মধ্যেই, যা আরও বিস্ময়ের।

জানা গেছে, গভীর রাতে একদল চোর দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নগদ ২০ হাজার টাকা এবং প্রায় ৫ হাজার টাকার বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। দোকান মালিক সুশান্ত মালাকার সকালে দোকানের চিত্র দেখে হতবাক হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করলেও, প্রশ্ন উঠছেযেখানে পুলিশকর্মীর বাড়িতে থাকা দোকানই নিরাপদ নয়, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়, প্রশ্ন উঠেছে।

নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: আসন্ন ভোটার তালিকার সংশোধন এর প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তর ৬০ টি নির্বাচন ক্ষেত্রের ৬০ জন নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (ইআরও) নিয়ে দু দফায় কর্মশালার আয়োজন করেছে। গত ৫ই জুলাই আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে প্রথম দফায় ৩০ জন ইআরও-দের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় দফায় গত ১১ই জুলাই বাকি ৩০ জন নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (ইআরও) নিয়ে রাজ্য অতিথি শালায় একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান সম্পর্কে অবগত করা।এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

সরমা এডিসি ভিলেজের শিশু উদ্যান সংস্কারের অভাবে নেধাকারবারীদের গোপন ডেরায় পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৪ জুলাই: কচিকাঁচাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় -এ নির্মিত একটি শিশু উদ্যান বা পার্ক শুধু যত্নের অভাবে আজ নেশাখোরদের নীরব আড্ডাস্থলে এবং গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। গভীর জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যাওয়া ওই পার্কটির দৈন্য দশার কথা জেনে শুনেও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ব্লক প্রশাসন। দেখেও না দেখার ভান করে চলেছেন মহকুমা শাসক। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। ফলে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের অন্তর্গত সরমা এডিসি ভিলেজ। ওই সরমা এডিসি ভিলেজ অফিসটি গন্ডাছড়া মহকুমা অফিস সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। সরমা এলাকার কচিকাচা শিশুদের খেলাধুলার বিভিন্ন দিক চিন্তা করে ২০০৮সালে তৎকালীন ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সরমা এডিসি ভিলেজ অফিসের সামনে মাটি কেটে মাঠ তৈরী করে সেখানে একটি শিশু উদ্যান বা পার্ক তৈরী করা হয়েছিল। কচিকাচাদের জন্য বসানো হয়েছিল বেশ বড় বড় দোলনা। কচিকাচাদের নিয়ে যে অভিভাবক অভিভাবিকারা পার্কে আসবেন তাদের বসার জন্য পাতানো হয়েছিল ঢালাই বা পাকা বসার জায়গা। পার্কেই বসানো হয়েছিল একটি মর্মর মূর্তি। যা কচিকাচাদের আকৃষ্ট করতো।

২০০৮সালে ওই পার্কটি নির্মাণ করতে ব্লক প্রশাসনের খরচ হয়েছিল বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু বর্তমানে ওই পার্কটির কোন চিহ্ন লোক নজরে পড়ছে না। গোটা পার্কটিকে গভীর জঙ্গলে গ্রাস করে ফেলেছে। পথ চলতি মানুষের অভিযোগ সন্ধ্যা নেমে আসতেই ওই শিশু উদ্যানটি নেশাখোরদের দখলে চলে যায়। ওই পার্কে নেশাখোরদের দৌড়াত্য চলে গভীর রাত পর্যন্ত। ওই পার্কের কচিকাচাদের খেলাধোলার সমস্ত সরঞ্জাম হাতিয়ে নিয়েছে নেশাখোরদের দল। দিনের বেলায় ওই পার্কটি গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়। অথচ ওই পার্কটির পাশের রাস্তা ধরেই মহকুমা প্রশাসনের বহু অফিসার নিত্য আসা যাওয়া করেন কিন্তু দায়িত্বিবান ওই অফিসাররা সকলই এড়িয়ে যান ওই ঘন জঙ্গলে ঢেকে যাওয়া শিশু উদ্যানটিকে। ন্যূনতম জঙ্গলগুলিকে কেটে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজন মনে করছে না ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করে চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে শ্রেষ্ঠ বানানোর লক্ষ্যে কাজ করছে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান আজ জম্পুইজলার বুখুরুই কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সরকারি সুবিধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় এই ধরনের অভিযান সংঘটিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে শ্রেষ্ঠ বানানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকারও এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে এক মাসব্যাপী সিপাহীজলা জেলায় অনুষ্ঠিত ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের সাফল্যের পুস্তিকার উন্মোচন করেন পর্যটনমন্ত্রী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জম্পুইজলা শাখা, ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জম্পুইজলা শাখা, জম্পুইজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জম্পুইজলা মহকুমা শাসক, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের জম্পুইজলা কৃষি তত্ত্বাবধায়ককে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ২ জন মৎস্যচাষিকে মাছ ধরার জাল, ২ জনকে মাছ রাখার জন্য আইস বক্স এবং ২ জন মৎস্যচাষিকে এম.এস.ওয়াই, প্রকল্পে ৬ হাজার টাকা করে অর্থরাশির চেক প্রদান করা হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫ জনকে পোষণ কিট বিতরণ করা হয় এবং ২ জনকে পি.এম.এম.ভি.ওয়াই প্রকল্পের শংসাপত্র দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ১৭ জনের আয়ুষ্মান কার্ড রেজিস্ট্রেশন করা হয়। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে ই-শ্রম প্রকল্পের জন্য ৪টি, নির্মাণ শ্রমিকের জন্য ৬টি এবং পি.এম.এস.ওয়াই,এম, প্রকল্পের জন্য ১টি ফর্ম বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য ৫টি, এস.টি. সার্টিফিকেটের জন্য ২টি এবং পি.আর.টি.সি.-র জন্য ২টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, জম্পুইজলা রকের বি.এ.সি. চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জম্পুইজলার মহকুমা শাসক চিরঞ্জীব আনন প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের ১১টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী, রাতের আঁধারে গাড়ির ব্যাটারি চুরি খোয়াইয়ে

আগরতলা, ১৪ জুলাই: রাজ্যে চুরির ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গোটা রাজ্যের রাত্রকালীন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গাড়ির মালিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রবিবার গভীর রাতে ফের চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো খোয়াইয়ে। একটি পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যায় চোর। আজ সকালে এসে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন গাড়ির মালিক প্রসেনজিৎ শুক্লবৈদ্য।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিনকার মতো খোয়াই গনকী এলাকায় বাড়ির পাশের রাস্তায় নিজের পুণ্যবাহী গাড়িটি রাখেন প্রসেনজিৎ। আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ এসে দেখতে পান গাড়ি থেকে ব্যাটারি নিয়ে গেছে চোর। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন খোয়াই থানায়।

ওড়িশায় কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র হিসেবে নিযুক্ত

নলিনীকান্ত নায়ক

ওড়িশা, ১৪ জুলাই ।। ওড়িশায় কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র হিসেবে নিযুক্ত নলিনীকান্ত নায়ক। উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের জন্য একটি নতুন কমিটি গঠন করেছেন। কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট যুব নেতা নলিনীকান্ত নায়ককে এই কমিটিতে মুখপাত্র হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে, শ্রী নায়ক ওড়িশা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

পূর্বে, একজন প্যানেলিস্ট এবং মুখপাত্র হিসেবে, তিনি মিডিয়াতে কার্যকরভাবে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে তার নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। তার নিয়োগের পর, নলিনীকান্ত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, পবন খেরা, এআইসিসির ইনচার্জ অজয় কুমার লালু, পিসিসি সভাপতি ভক্তচরণ দাস, কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা রাম চন্দ্র কদম, সিনিয়র কংগ্রেস নেতা মোহাম্মদ মোকিম এবং বারাবতী-কটকের বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি দলীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান। তাঁর নিয়োগের পর, গোটা রাজ্য জুড়ে, বিশেষ করে কাকতপুর বিধানসভা থেকে অভিনন্দন বার্তা আসছে।

গুরুপূর্ণিমা উৎসব সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান পালিত কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ জুলাই: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গুরু পূর্ণিমা উৎসব সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরু পূর্ণিমা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুল থেকে বাছাই করা প্রাক্তন সাতজন শিক্ষককে উত্তরীয় , ফুলের তোড়া, শাল চাদর ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস,

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas